ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-24 Rs. 10.00
U.S. $ 0.30
প্রাণ
চাচা চৌধরী ও ম্যাডাম জোরো
www.Banglapdf.net Exclusive!
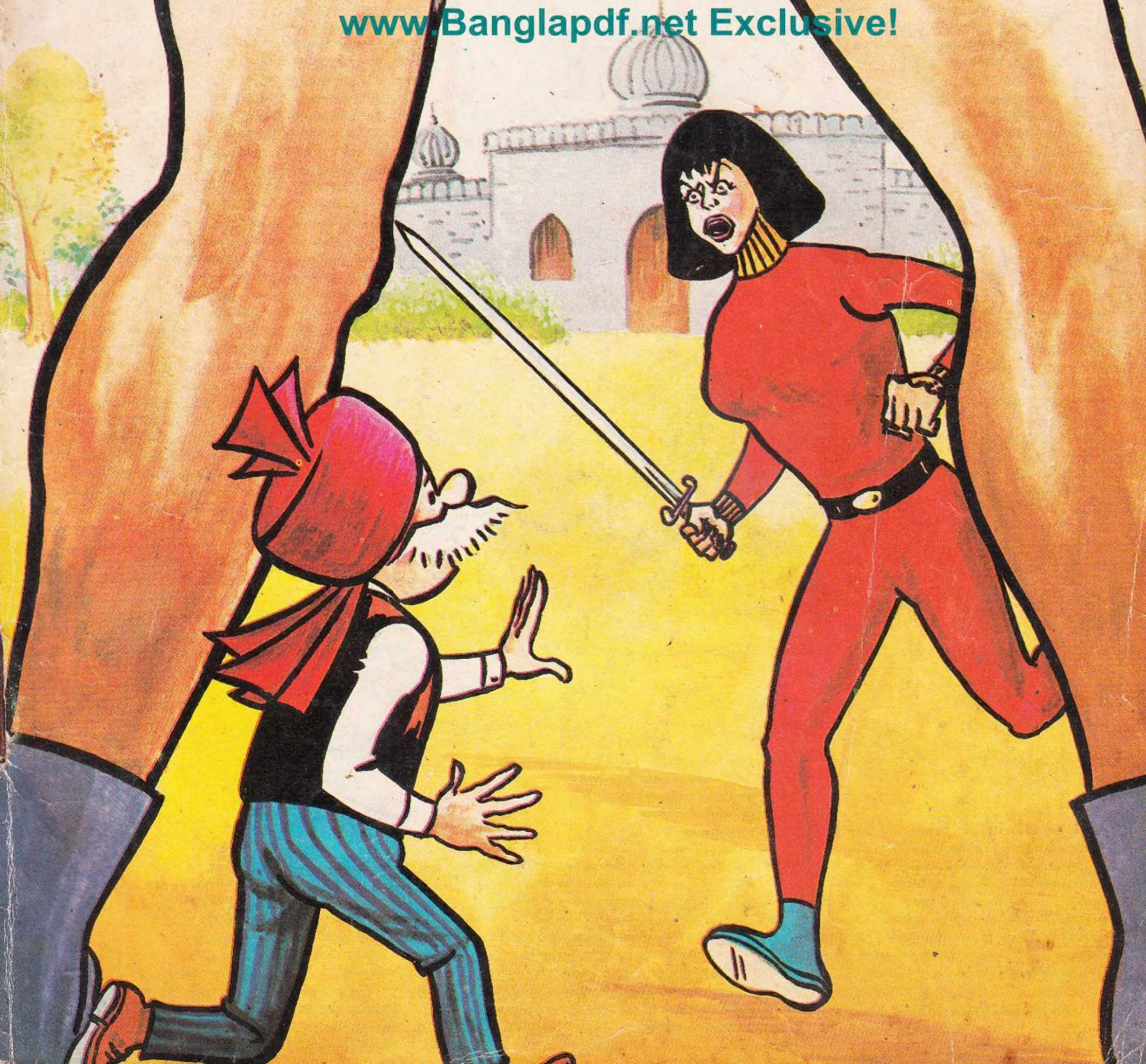
ম্যাডাম
জ্যারো

মিস্টার জ্যারো! আমাদের তলোয়ার গুলো পৃথিবীতে খুব নাম করেছে।
ইয়েস্ ম্যাডাম জ্যারো!

পৃথিবীর সমস্ত যোদ্ধা আর নাম করা লোকেরা হয় আমাদের তলোয়ারে কাটা পড়েছে নয় তো হার স্বীকার করেছে।

একজন বাদে, ম্যাডাম!
কি তার নাম?

চাচাচৌধুরী! উনি এখন পর্য্যন্ত কারও সামনে মাথা নত করেন নি।

তাহলে যাও আর চাচাচৌধুরীকে মোকাবিলার জন্যে চ্যালেঞ্জ করবো। হয় ও হার মেনে নিক নয়তো ওকে মেরে ফ্যালো।
ইয়েস্ ম্যাডাম জ্যারো!
৬৫৪.

অনেক দিন হ'ল আমার তলোয়ার কারুর রক্তে স্নান করেনি। চাচা চৌধুরী অন্যের চেয়ে বুদ্ধিমান অতএব তার রক্তও অন্যের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিৎ।

চৌধুরী বেরিয়ে এস আর জারোর মোকাবিলা করো।

আমি কাপড় পরে বাইরে আসছি, তুমি ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করো
বিনা কাপড়েই তুমি যদি এই দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যাও তাহ'লে পোস্টমর্টেমের সময় ডাক্তারকে তোমার কাপড় খোলার ঝামেলা পোয়াতে হবেনা।
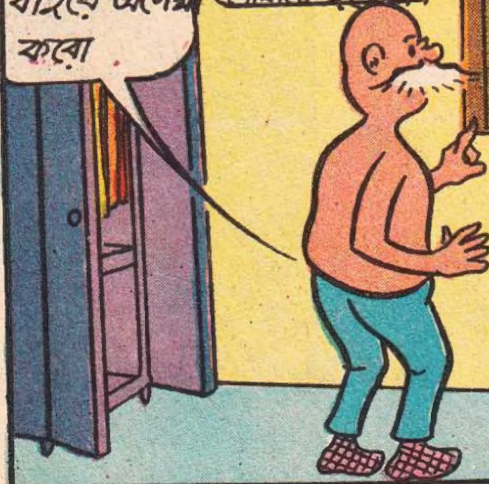
তুমি যদি ভয়ের চোটে বাইরে আসতে না চাও, তাহ'লে আমিই ভেতরে আসছি।
তুমি ভেতরে আসতে পারবে না!
কেন? সামনের দরজা কি বন্ধ?
না।

তাহ'লে জারোকে ভেতরে যেতে পৃথিবীর কোনও শক্তিই আটকাতে পারবে না।

আ-রে-রে! ফ্রন্টিয়ার মেলের মতো বিনা অনুমতিতে কোথায় ঢুকে যাচ্ছ? এত বড় লোকটা চোখে পড়ছে না?

আমি বোকাদের প্রশ্নের উত্তর দিই না।

গিরগিটি কোথাকার! মনে হচ্ছে তোর মা তোকে ভদ্র ভাবে কথা বলতে শেখায়নি।

যাও! মায়ের কাছ থেকে কিছু ভদ্রতা শিখে এস।
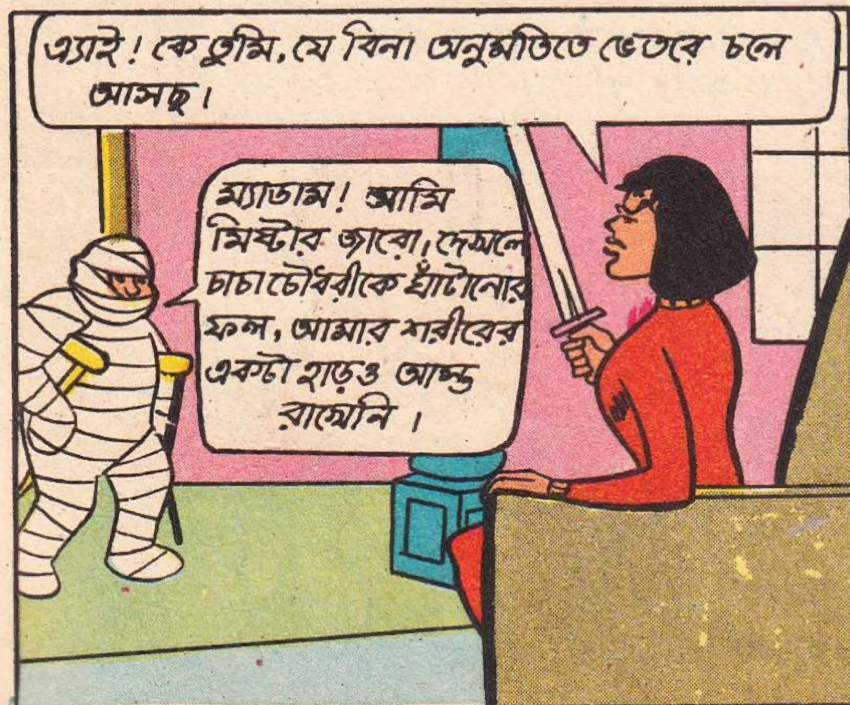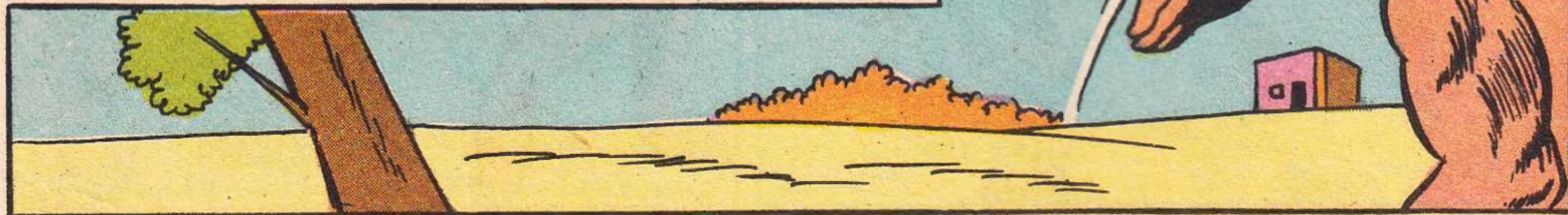
চৌধুরী! আমার স্বামীর যে দুর্দশা করেছ তা দেখে রাগে আমার রক্ত ফুটছে। নাও ধর তলোয়ার আর ম্যাডাম জারোর মোকাবিলা করার জন্যে ময়দানে নামো।
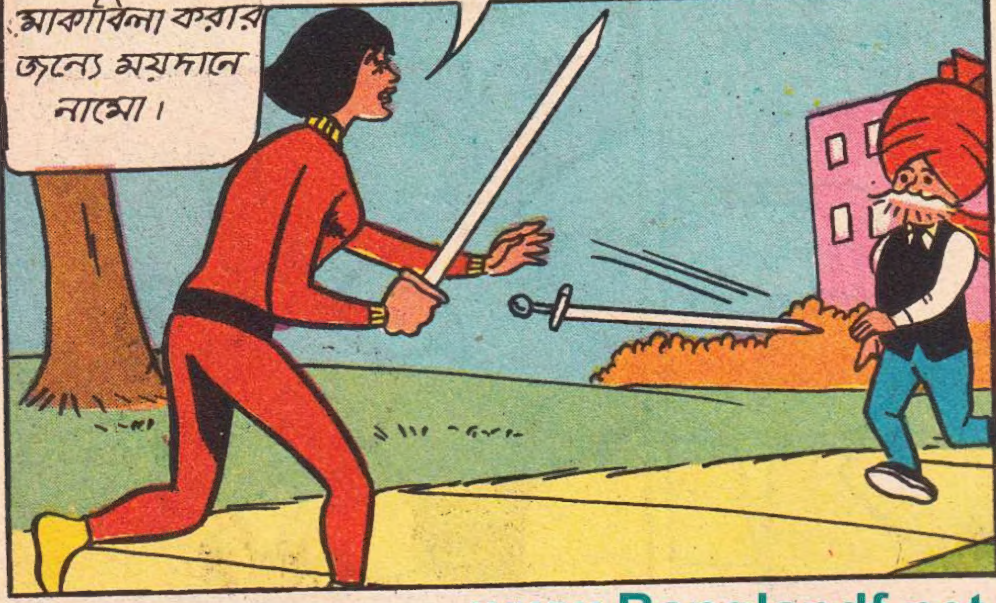
সরি ম্যাডাম! মেয়েদের গায়ে হাত তোলা আমার নীতি বিরুদ্ধ।
কড়াক!

ভীতু কোথাকার! তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার ভাল ফন্দি বার করেছ কিন্তু আমি তোমায় জ্যান্ত ছাড়বোনা আমার তলোয়ার তোমাকে মারতে চলল।
আহ! আমার তলোয়ার
কড়াৎ!

ম্যাডাম! যাও ঘরে গিয়ে উনুন ধরাও।
আমি কোনও সাধারণ মেয়ে নই। আমি গুঁতো মেরে তোমার হাড় পাঁজরা ভাঙ্গতে পারি। নাও সামলাও এই ধাক্কা।

ধড়াম !
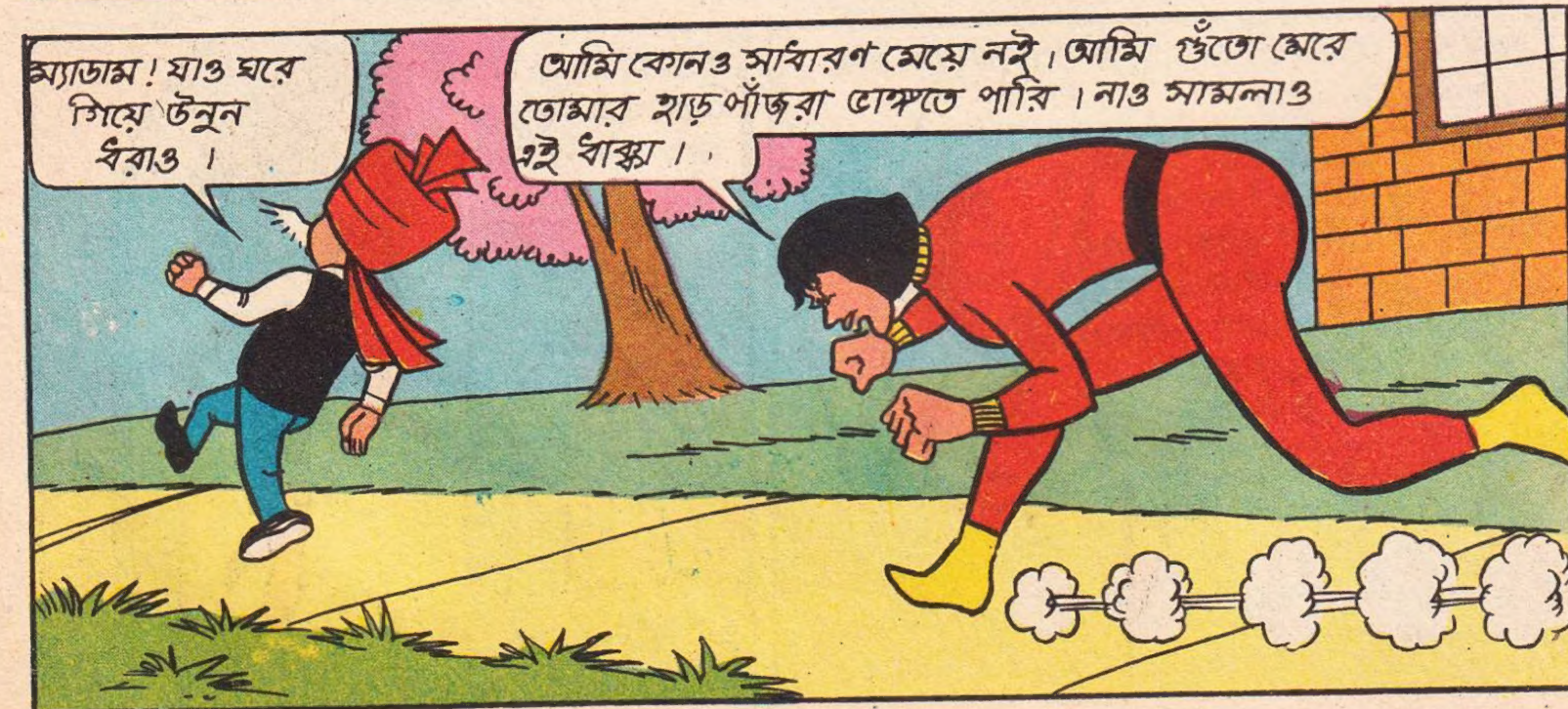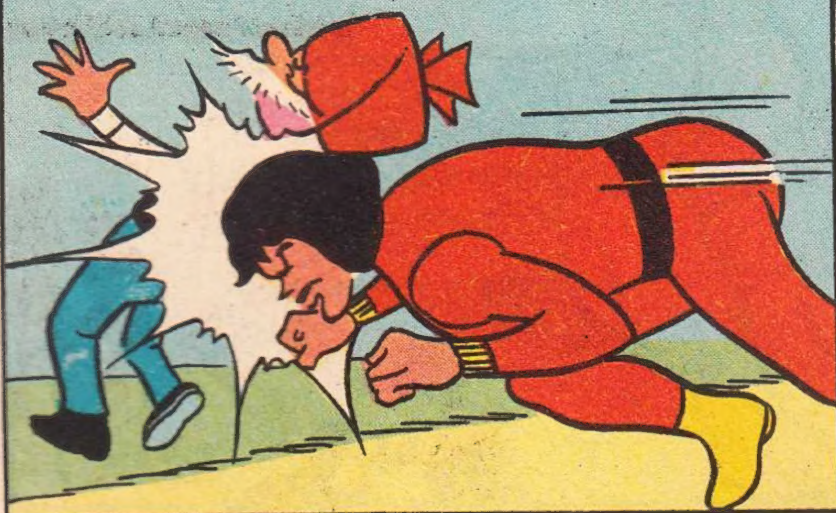
ওহ! একি?

চৌধরী তোমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে তৈরী ?
না ম্যাডাম !
তাহ'লে...?

এক্ষুণি দেখাচ্ছি

আমি জামার নীচে স্টীলের বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে থাকি।
© PRAN'S FEATURES

গোয়েন্দা
প্লেন

চাচাজী! দেখুন আমার ছেলে কত অল্প বয়সেই ভাল গাইয়ে হয়েছে।
তাই নাকি?

খোকা তুমি কি বাজাও?

ঘন্টা!

হাঃ...হাঃ!ss

তখনই-
হু-উ-শ
উফ!

অমনই একজন অফিসার ছুটে এল।
চাচাজী এমনই কোনও প্লেন এদিক দিয়ে গেছে কি?
হ্যাঁ একটা দেখেছিলাম বটে।

ওটা একটা বিদেশী গোয়েন্দা প্লেন যে আমাদের গুপ্ত সামরিক ঘাঁটি গুলোর ফটো তুলতে আসে।
আচ্ছা তাহলে তো ওকে ধরা দরকার

ওটা খুবই আধুনিক ধরনের প্লেন। যখনই আমাদের প্লেন ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে যায় তখনই ও আমাদের সীমানার বাইরে পালিয়ে যায়।

এবার ও আর পালাতে পারবে না। এই দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু আপনার নয়, বরঞ্চ প্রত্যেক নাগরিকেরই এটা কর্তব্য। চল ভাই সাবু।
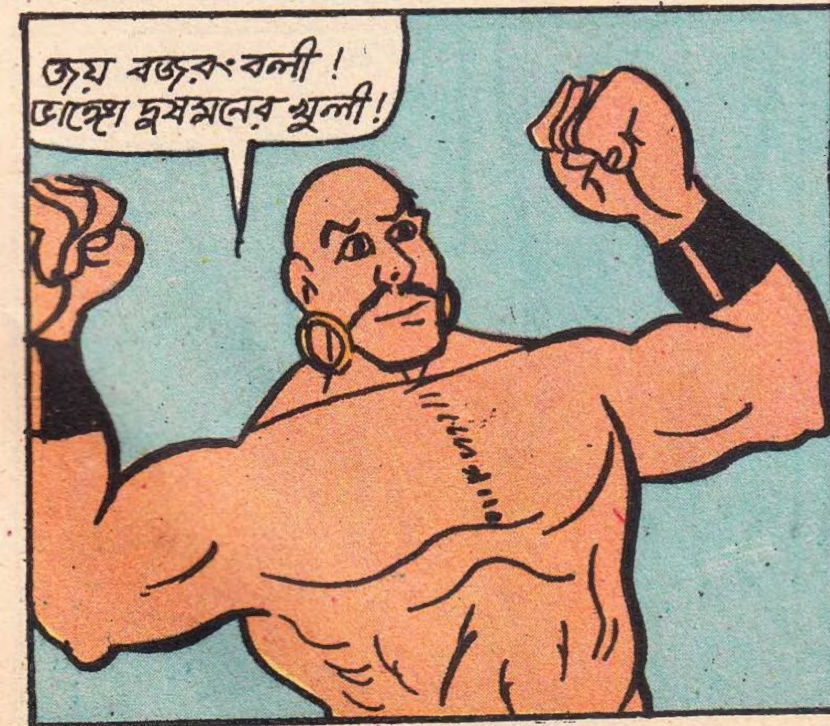
জয় বজরংবলী! ভাঙ্গো দুষমনের খুলী!
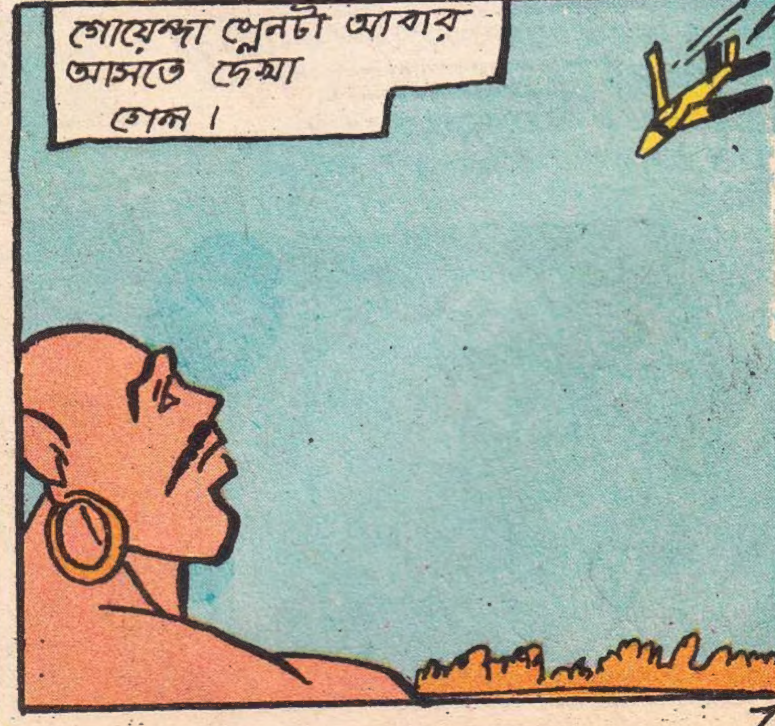
গোয়েন্দা প্লেনটা আবার আসতে দেখা গেল।
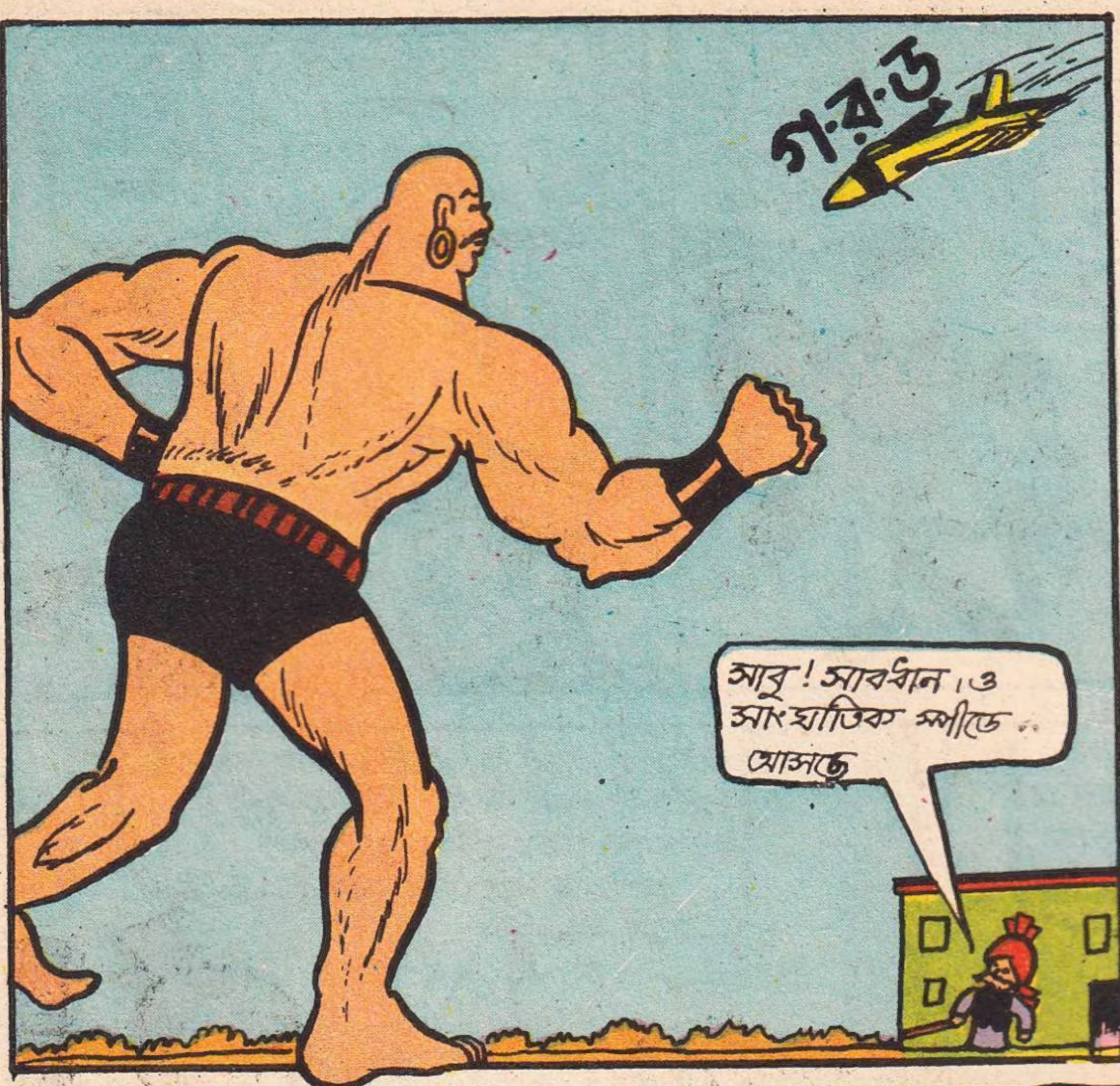
গ-র-ড়
সাবু! সাবধান। ও সাংঘাতিক স্পীডে আসছে
চিন্তা করবেন না চাচাজী, আমার হাতেও যথেষ্ট শক্তি আছে।
গ-র-ড়ড়ড়
বাঃ সাবু! তুই তো ওকে এমন ভাবে লুফে নিলি যেন ওটা একটা ক্রিকেটের বল।
নিন; এবার এটাকে আপনার জিম্মায় দিচ্ছি।
গোয়েন্দাকে প্লেনের বাইরে বার করা হল।
চাচাজী, আমরা এর কাছ থেকে ফিল্মটা বের করে নিয়েছি।
ঠিক আছে, আপনি ওকে জেলের হাওয়া খাওয়ান। ততক্ষণে আমি সাবুর কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছি।
© PRAN'S FEATURES
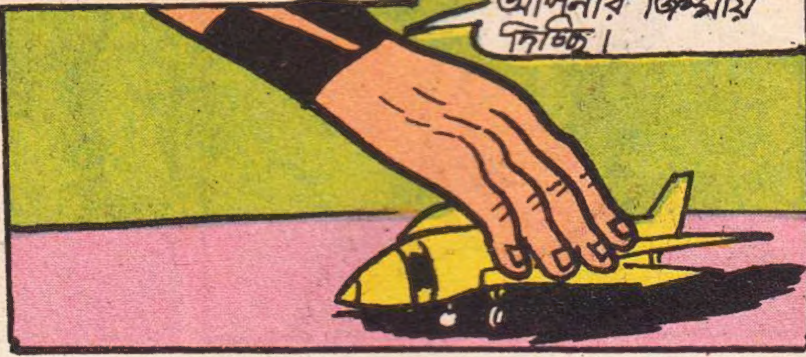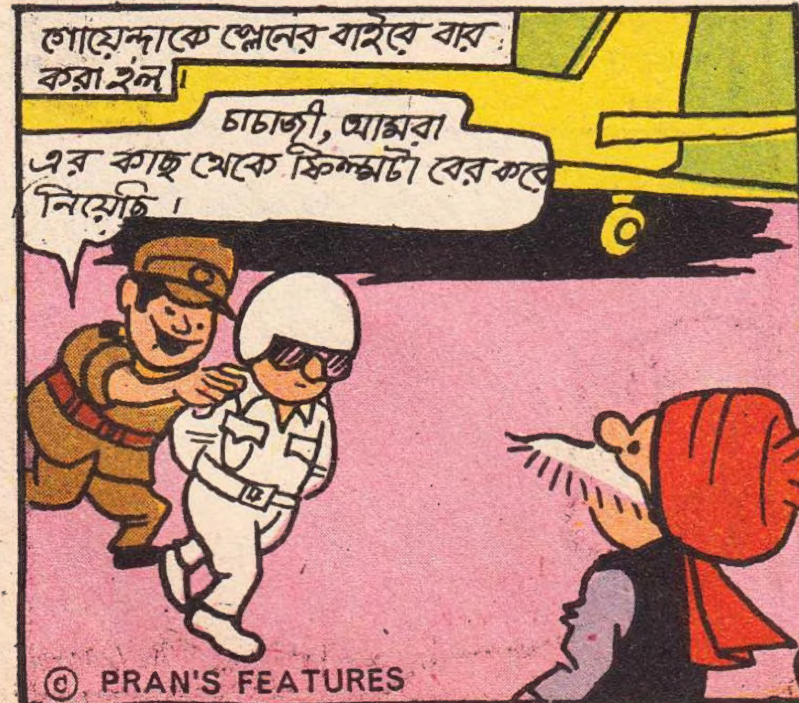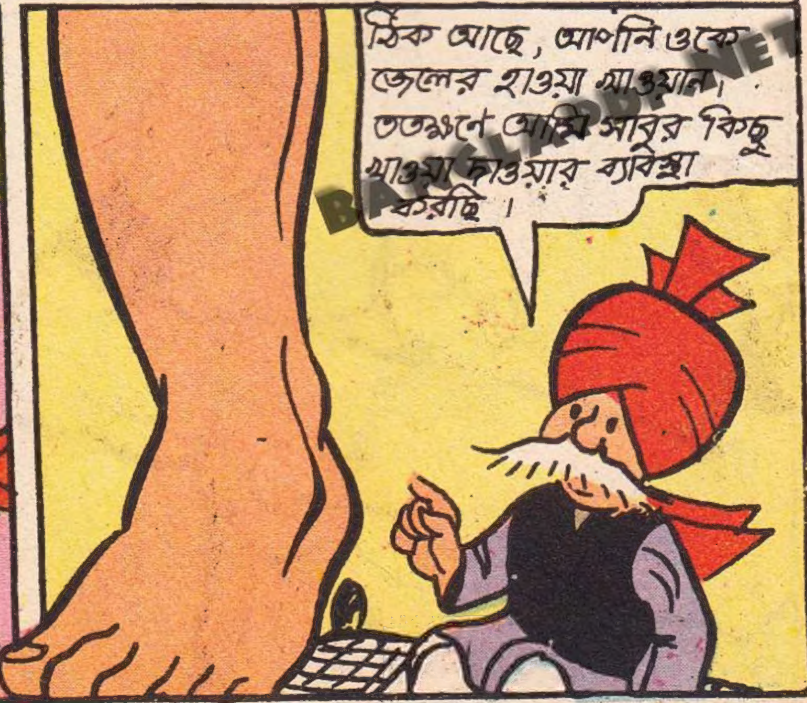
চাকরের কারসাজী

চাচাজী একটা চাকর রাখলেন।
রামু তুই তোর সততার কোনও প্রমাণ দিতে পারিস।
হ্যাঁ হুজুর।
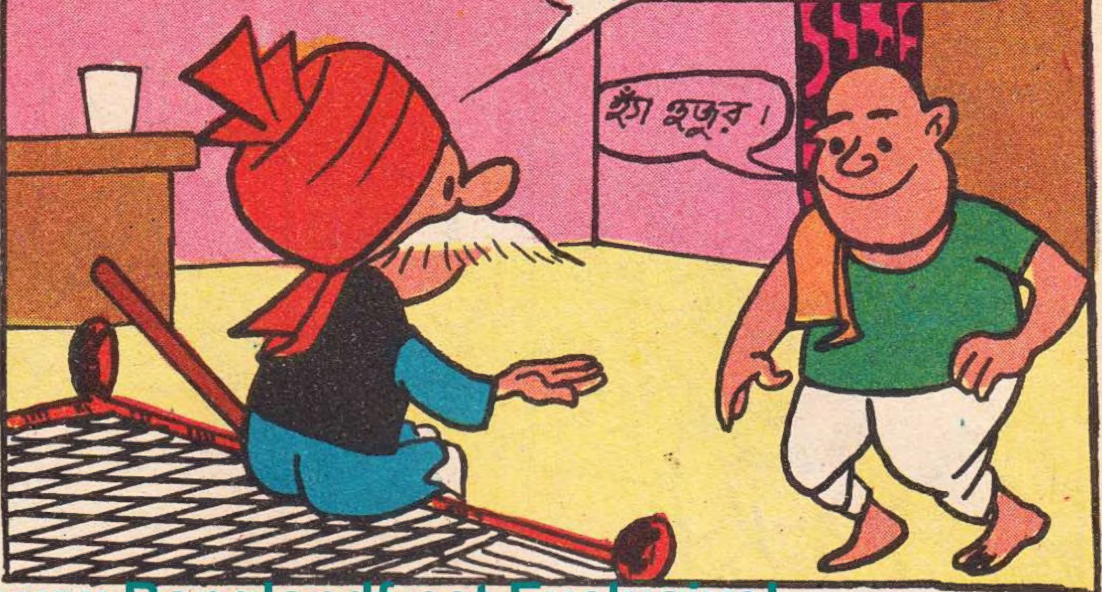
পুলিস আমাকে দশবার চুরির দায়ে ধরেছিল কিন্তু দশবারই কোর্ট আমাকে ছেড়ে দেয়।
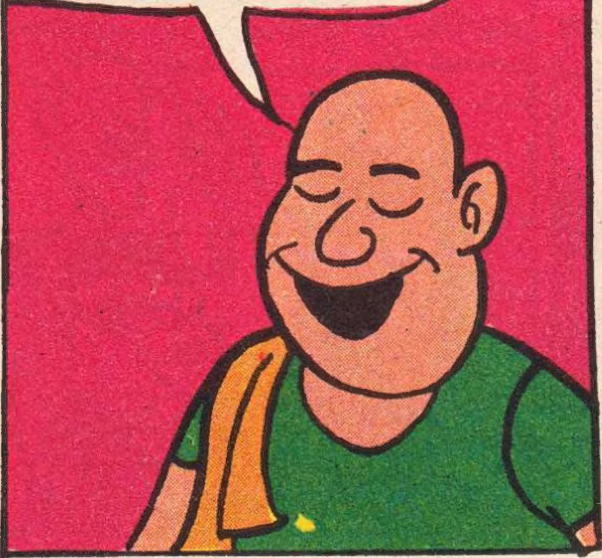
ঠিক আছে, তোমার কাজ হবে রোজ রাতে শোবার আগে আমাকে এক লিটার দুধ গরম করে খাবার জন্যে দেবে।
যে আজ্ঞে, হুজুর।
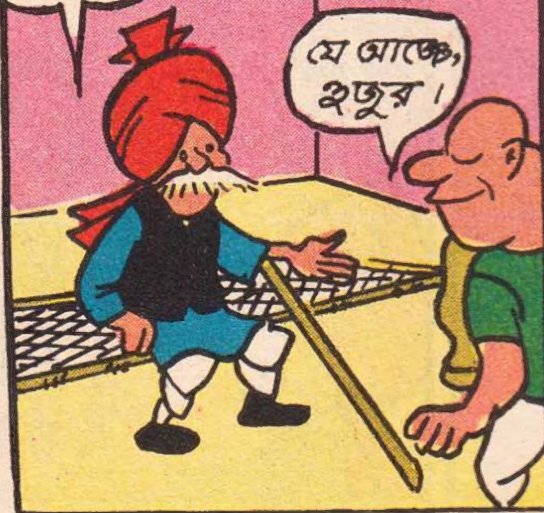
রাতে...
মালিকের এক লিটার দুধ থেকে আমি এক পো দুধ বের করে খেয়ে নিচ্ছি আর অতটা পরিমান জল ওতে মিশিয়ে উনাকে দিয়ে দিচ্ছি উনি টেরও পাবেন না।

আরে রামু, দুধটা একটু পাতলা মনে হচ্ছে।
না হুজুর, দুধটা একদম খাঁটি, এ শুধু আপনার মনের ভ্রম।
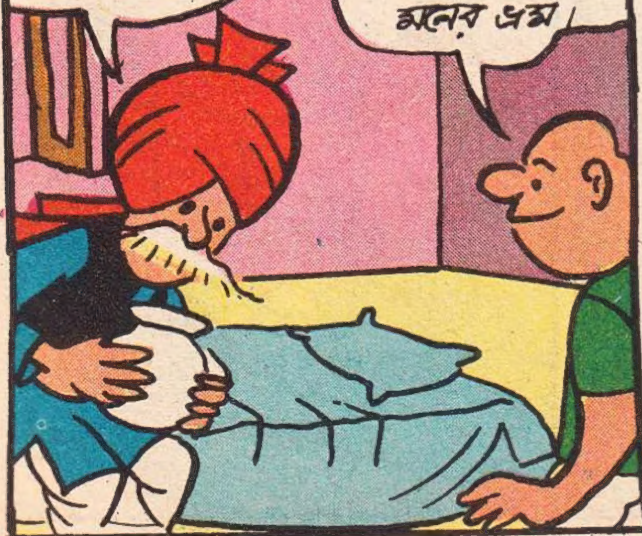
নিশ্চয়ই ব্যাটা রামু দুধে জল মিশিয়েছে, ওর চুরি ধরার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।

পরের দিন চাচা চৌধুরী আরও এক চাকর রাখলেন।
আরে ছীমু! তোর কাজ হবে যে তুই আমার চাকর রামুর ওপর নজর রাখবি যে সে নিজে আমার দুধ চুরি করে খায় না তো।
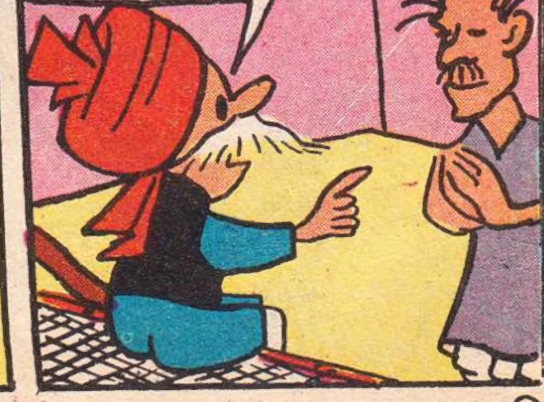
মনে হয় দুটো চাকরই বেইমান হয়ে গেছে। আমায় তৃতীয় চাকর রাখতে হবে মনে হচ্ছে।

আরে! এ কী? আজকের দুধ তো একদম গঙ্গাজল।

আপনি আমাদের ওপর মিথ্যা সন্দেহ করছেন।

মালিক দুধ একেবারে খাঁটি।

© PRAN'S FEATURES
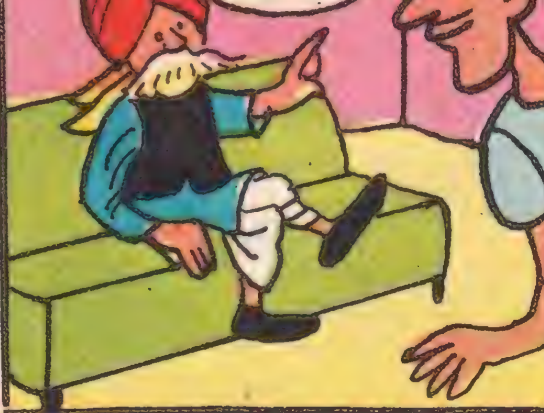
আশ্চর্য্য
রাবণ
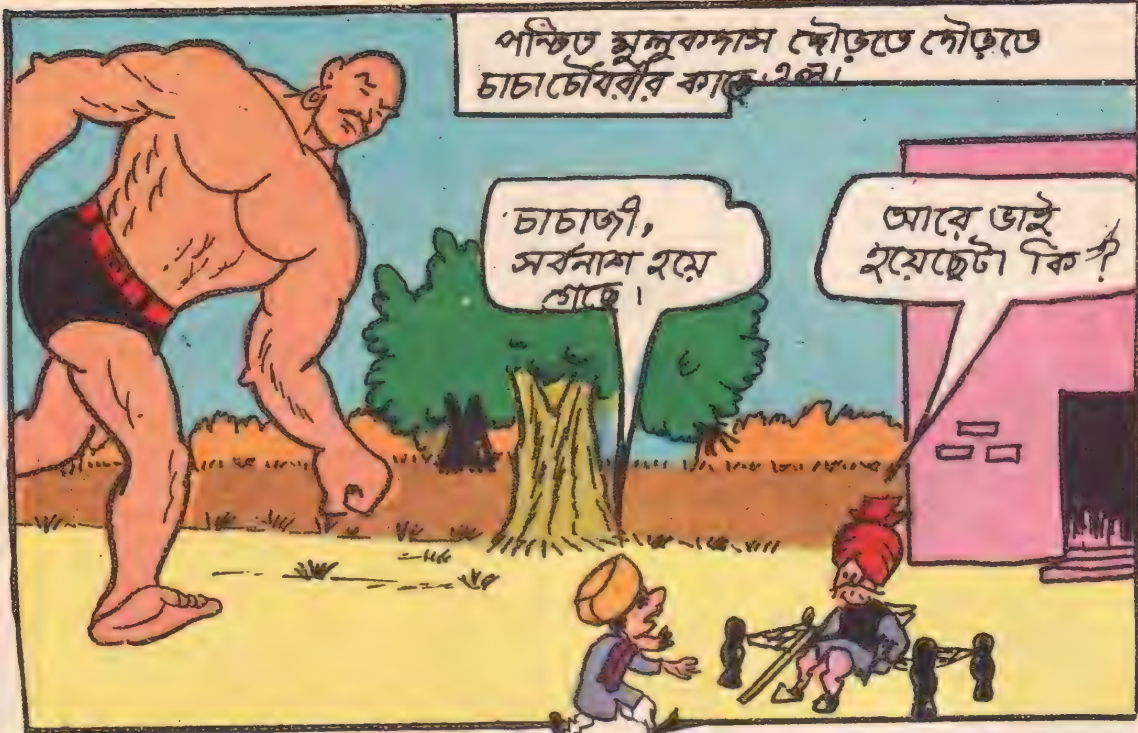
পন্ডিত মুলুকদাস দৌড়তে দৌড়তে চাচাচৌধুরীর কাছে এল।
চাচাজী, সর্বনাশ হয়ে গেছে।
আরে ভাই হয়েছেটা কি?

আজ বিকালে দশমীর রাম-লীলায় যে রাবণের পার্ট করতো সে পালিয়ে গেছে। এমন আমি এমন একজনকে খুঁজছি যে তার জায়গায় পার্ট করতে পারে।

আমি তোমাকে এমন রাবণ দেব যা আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখেনি।
চলো ভাই সাব।

জয় বজরংবলী

এ কেমন রাবণ যে নিজের বিরোধী পক্ষের জয় জয়কার করছে।
আরে ভাই এটা ওর একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যাতে ও রাবণের পার্ট করার সময় যেন এরকম না করে।

আরে সাবু তুই পার্ট করবার সময় বজরংবলী বলে জয়ঃধ্বনী দিবি না তাইলে সব মাটি হয়ে যাবে। আর রামচন্দ্রের প্রথম তীর লাগতেই মাটিতে পড়ে যাবি।
বুঝে গেছি চাচাজী।

বিকালে রামলীলা শুরু হল।

আমি সোনার লঙ্কার সাবু…আ-রে-রে! মানে আমি সোনার লঙ্কার রাবণ…

হাঃ হাঃ…! এমন রাবণ সত্যি সত্যি আমরা কোথাও দেখিনি।

হুঁ্যা কত উঁচু!

দর্শকদের সত্যি ভরপুর আনন্দ দিচ্ছে।

ভীড়ের মধ্যে এক কোণে।

ঝটকু! এই মহিলা যে সোনার হার পরে রয়েছে ওটা যদি ছিনিয়ে নিয়ে পালাই তাহলে ওটা কম-সে-কম দু হাজার টাকায় বিক্রী হবে।

আর ভীড়ের মধ্যে এই সুযোগটাও ভাল।

আরে রাবণ! এখন তুই মরার জন্যে তৈরী হ। নে সামলা নিজেকে

হায়! মরলাম!

ঝটকু! আরও জোরে!
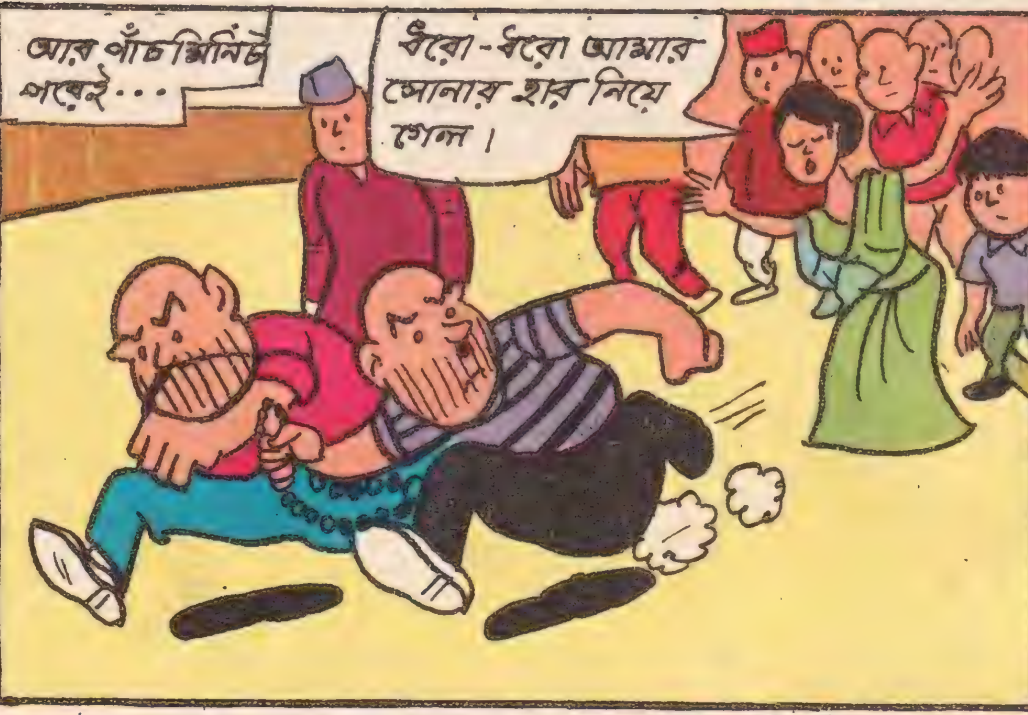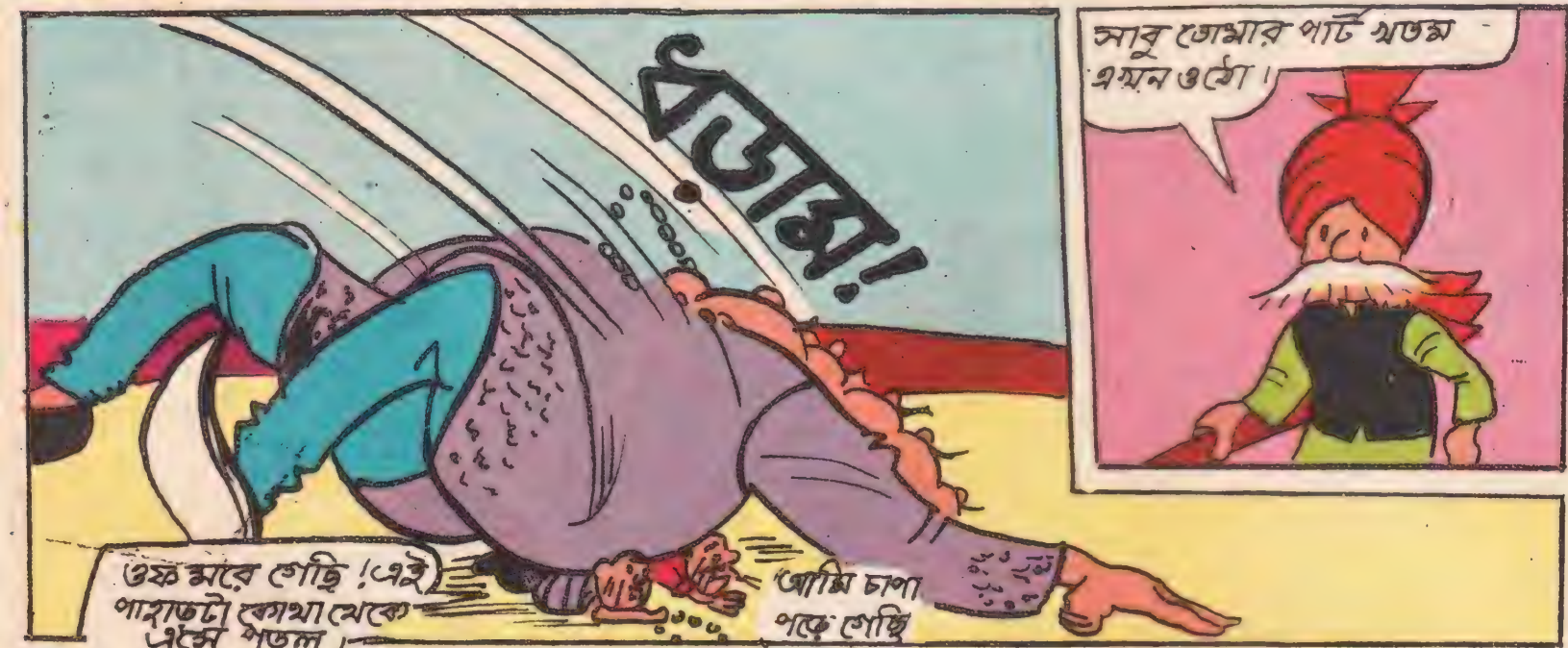
বাঁদরদের গ্রহ

চাচা চৌধরী কে অন্তরীক্ষে পাঠাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
ডায়রেক্টর সাহেব আপনি অন্তরীক্ষে অনুসন্ধানের জন্য আমাকেই কেন নির্বাচন করলেন ?
তোমার প্রশ্নটা খুবই ঠিক।

অন্তরীক্ষে হাজার রকমের বিপদ থাকে। ওখানকার জল-বায়ু পৃথিবীর থেকে ভিন্ন হয় কখনও রকেটে যান্ত্রিক গোলযোগ হতে পারে। রকেট কোনও গ্রহে নামলে সেখানকার প্রাণীরা তোমার উপর হামলা করতে পারে। এই সব বিপদের মোকাবিলা করবার জন্যে আমাদের একজন বিচক্ষণ লোকের দরকার ছিল।

এই যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে রাখ। যদি তুমি কোনও গ্রহে নামো তাহলে এই যন্ত্রটা সেখানকার ভাষাকে হিন্দিতে অনুবাদ করতে থাকবে।

আচ্ছা ডায়রেক্টর সাহেব, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।

রকেট কে অন্তরীক্ষের দিকে ছাড়া হলো।

বাঃ এখানকার দৃশ্য কি সুন্দর অগুনতি গ্রহ আর তারা।

একটা বড় গ্রহ দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রাণী নিশ্চয়ই হবে, রকেট এখানে নামানো উচিৎ।
চাচা চৌধুরী রকেটকে ঐ গ্রহে নামালেন।
আমার অনুমানই ঠিক। এখানে কোনও না কোনও জীব অবশ্যই হবে। এইসব ওদের থাকবার বাড়ী ঘর।

কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা কোথায়?
তক্ষনই হঠাৎ
চুপচাপ দাঁড়াও! নতুবা মরবে!
এর চেহারা আমাদের সঙ্গে মেলেনা। মনে হচ্ছে এ অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসেছে একে রাজার কাছে নিয়ে চলো।
গ্রহের রাজা..
বিদেশীদের আমরা ঢুকতে দিই না। একে যদি ছেড়ে দিই তাহলে এর মতো আরও লোক এখানে আসবে। আর আমাদের গ্রহে হামলা করবে। একে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলো।
কিন্তু আমি আপনার বন্ধু।
আমি কিছু শুনতে চাইনা। নিয়ে যাও একে।
মনে হয় এই গ্রহে বাঁদরদেরই রাজত্ব। কিন্তু এই খোঁজ করে কি লাভ? এরা আমাকে মারতে যাচ্ছে।

বেঁচে পালাবার জন্যে একটা উপায় আছে। আশাকরি এই বাঁদর গুলোর স্বভাব, নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবীর বাঁদরদের মতোই হবে।
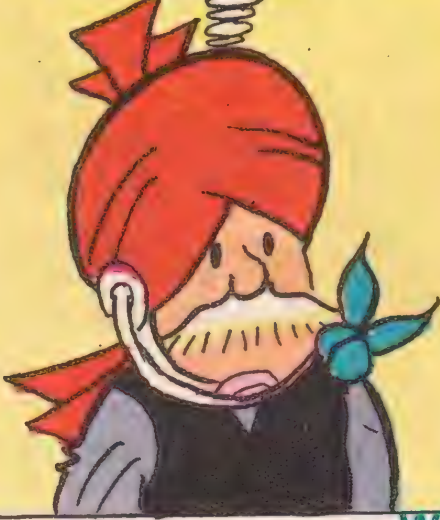
এ্যাই! তুমি দাঁড়ালে কেন?
আমাকে আমার পুঁথির থেকে একটা জিনিষ বের করবার আছে।
কি জিনিষ?

এই... ডমরু!

আর চাচা চৌধুরী যেই ডমরু বাজাতে লাগলেন ওমনি বাঁদরগুলো নাচতে আরম্ভ করলো।
ডম.. ডম! ডম!
নেচে নে বাঁদর... নেচে নে..

চাচা চৌধুরী একনাগাড়ে ডমরু বাজাতে থাকলেন আর বাঁদর গুলো নাচতে থাকলো।
বাঃ! বাঃ
ডম ডম

নাচতে নাচতে বাঁদর দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেল।
পালাবার এই সুযোগ।

এবার রকেটের লক্ষ্য সোজা বাড়ীর দিকে থাকা উচিৎ

আর রকেট অন্তরীক্ষে ছুটলো।
ওই যে আমাদের প্রিয় পৃথিবী।
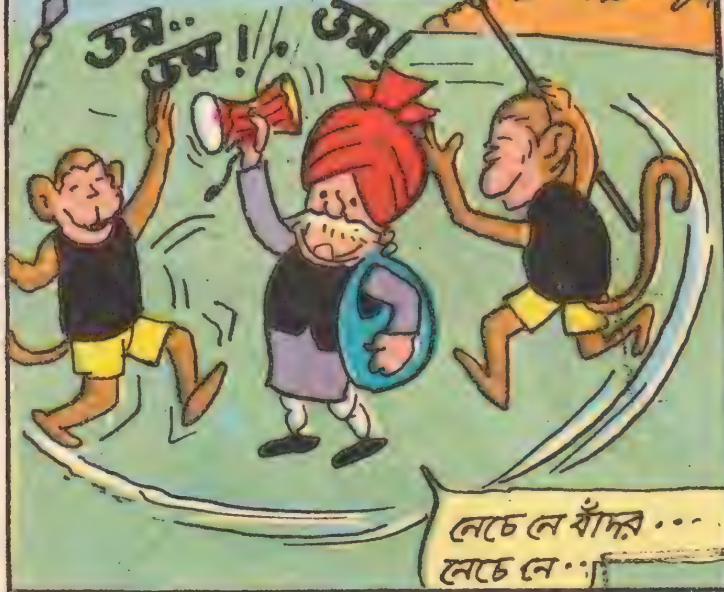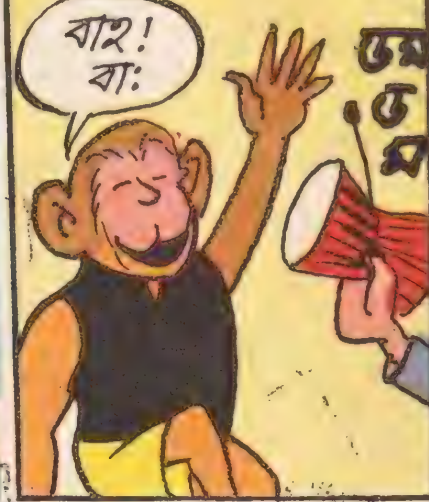
পৃথিবীতে
চাচাজী বলুন যাত্রা কেমন ছিল?
আর বোলনা, প্রাণে বেঁচে ফিরেছি।
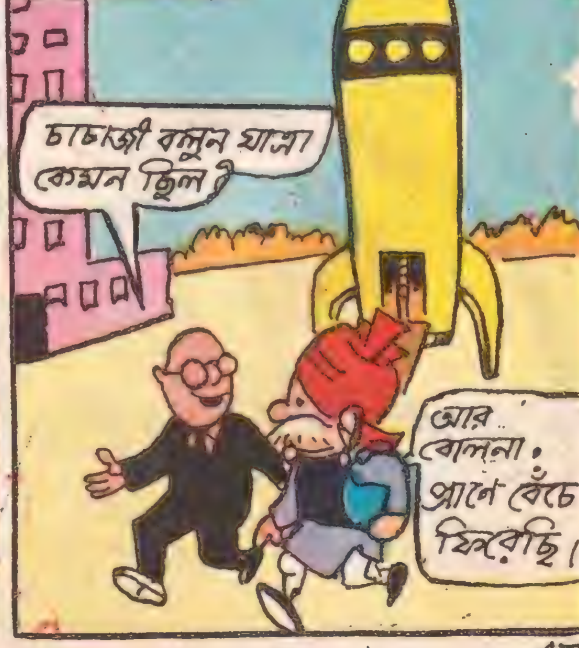
অজানা দ্বীপে

চাচা চৌধুরী একটা প্লেন নিয়ে এলেন।
দীপু এখন আমরা এই প্লেনে বসে বেড়াতে যাব।
ভাল হয় যদি আপনি আমার মতো হেলমেট পরে নেন। যদি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে!
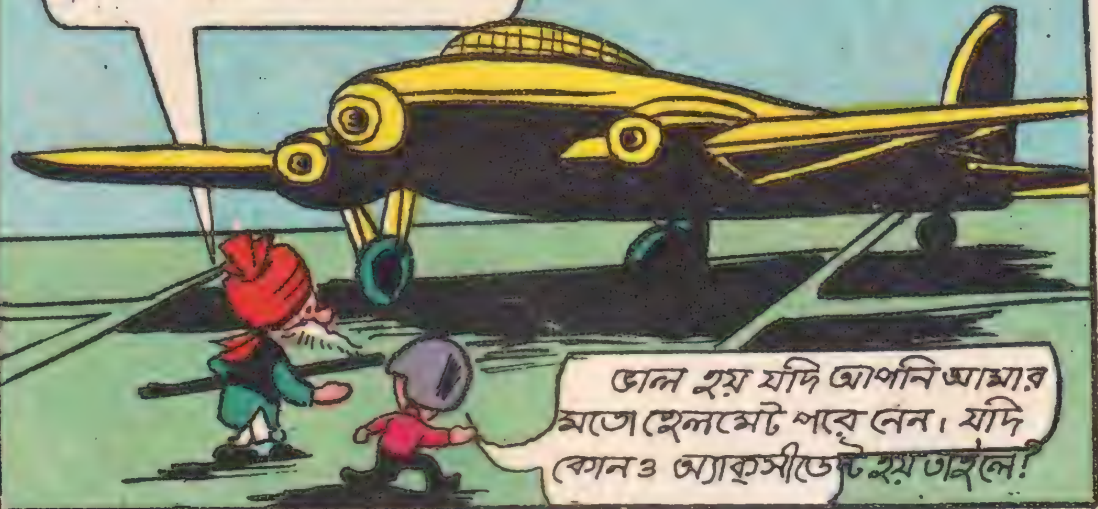
আমার হেলমেট পরবার দরকার হয় না। আমার এই পঞ্চাশ গজের পাগড়ীই আমার মাথার রক্ষা করে।

চাচা চৌধুরী আর দীপু প্লেনে চড়লেন।
আচ্ছা ভাই দীপু, এবার আমরা চলি

বাঃ চাচাজী! আপনি তো খুব ভাল প্লেন চালান, আপনি আকাশে প্লেনটাকে ডিগবাজী খাওয়াতে পারেন?

আর চাচাজী প্লেনকে ডিগবাজী খাওয়াতে লাগলেন
ওহঃ আমার মাথা নীচে হয়ে গেছে।

তখনই
ওহঃ!
কি হল?

মনে হচ্ছে প্লেনে কোনও রকম গণ্ডগোল হয়েছে। প্লেনকে নীচে নামাতে হবে।

চাচা চৌধুরী প্লেনটাকে এক অজানা
ভাল হয়েছে আমরা ঠিক মতো নামতে পেরেছি। যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রে প্লেনটাকে এক্ষুনি সারাচ্ছি
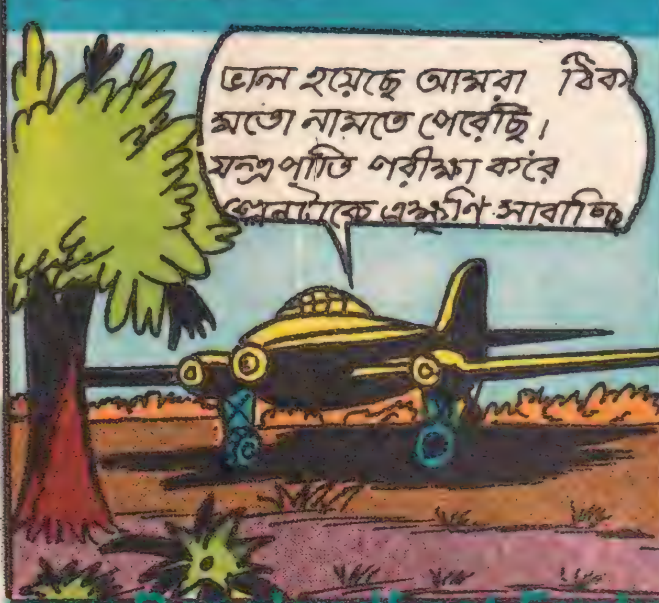
কি খারাপ হ'ল? বুঝতে পারলে?
দু'চারটে স্ক্রু ঢিলে ছিল, কষে দিয়েছি। প্লেন এখন উড়তে পারবে।

এই জায়গাটা খুব ভাল লাগছে একটু ঘুরে আসি।
ঠিক আছে চলো।
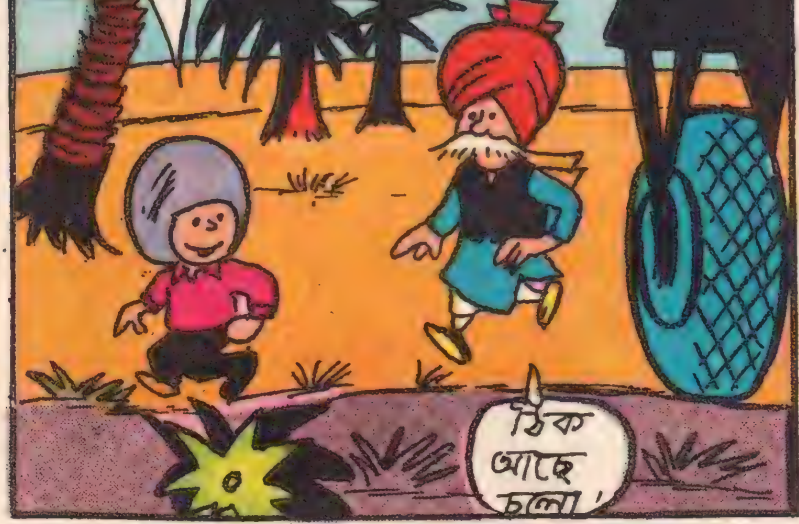
এই দ্বীপের চারদিকেই সব সবুজ

তখনই হঠাৎ...
আরে! এসব কি?
খবরদার! যেকেউ এই দ্বীপে আসে সে জ্যান্ত ফেরেনা
দুজনকে একটা নারিকেল গাছের সাথে বাঁধা হ'ল।
বাঁচবার কোনও উপায় বার করতে হবে
আমরা তোমাদের পুড়িয়ে খাবো।

হাঃ হাঃ তোমরা আমাদের মারতে পারবেনা।
কেন?

কেননা আজ পর্য্যন্ত তোমরা একটা মশাও মারোনি। আমাদের কি মারবে?

ঢুপ!
মোড়ল রাগের চোটে কেঁপে উঠতেই তার হাতের বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ পড়লো

গাছের নারকেলগুলো ছিঁড়ে দুমদাম নীচে পড়তে লাগলো।
ঠকাশ
হায় বাঁচাও!
উফ!
হায়, মরলাম!

নারকেল গুলো সবকটার মাথা ভেঙ্গে দিল।
নিজের একটা হাত ত ছাড়িয়ে নিয়েছি, এই বর্শাটা দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে দেব।
উফ!
হায়!

দীপু পালাও এখান থেকে
দাঁড়ান চাচাজী! খাবার জন্যে দু চারটে নারকেল সঙ্গে নিয়ে নিই

আর চাচা চৌধুরী আর দীপু প্লেনে চড়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন।

বুনো ওঁল আর বাঘাতেঁতুল
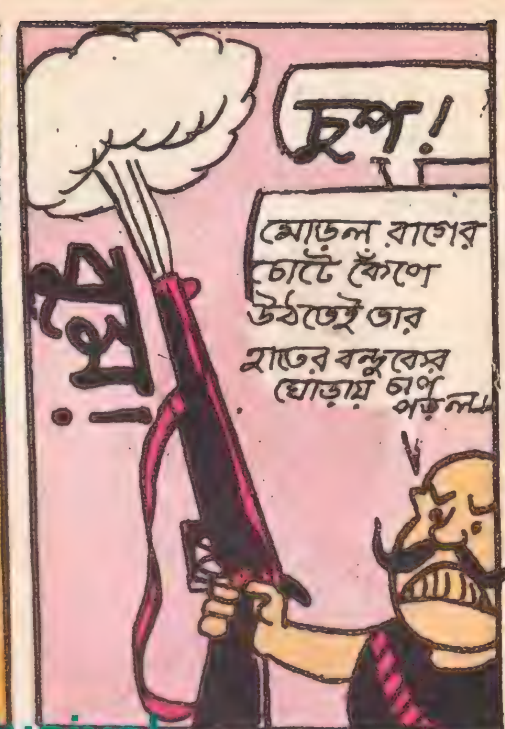
চাচাচৌধুরী আমায় সাহায্য করুন।
দুলীচাঁদ কি হয়েছে ?

ডাকাত গোবর সিং চিঠি পাঠিয়েছে যে আজ বেলা তিনটে অবধি এক লাখ টাকা দিতে বলেছে। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।
একদম দেবেনা !

টাকা না দিলে ও ভয় দেখিয়েছে যে আমাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

দুলীচাঁদ! আমরা সেটাও হতে দেবনা

ডাকাত গোবর সিং...
সরদার! তিনটে বেজে গেল, ডেডলাইন শেষ হয়ে গেছে। ঢুলীচাঁদ এখনও টাকা পাঠালো না
আজ পর্য্যন্ত আমার হুকুমের অবহেলা কেউ করেনি।

মনে হচ্ছে ঢুলীচাঁদ শেয়ালের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

চলো, ওকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসি, তারপর মেরে ওর লাশকে চিল শকুনের সামনে দেব

বড় আশ্চর্যের কথা যে ঢুলীচাঁদ ঘরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করেনি।
ভালই হয়েছে, তা না হলে আমাদের দরজা ভেঙে ঢুকতে হতো।

দুলীচাঁদ বাইরে আয়
এখন লুকিয়ে থেকে
কোনও লাভ নেই ।

?

!!

পালাও!
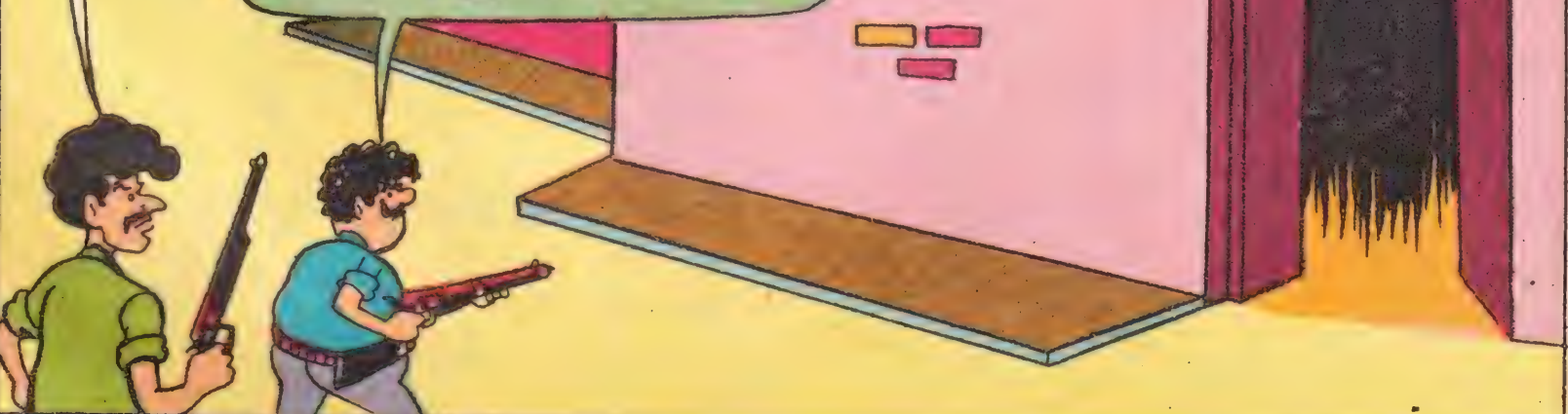
নৌকা আর টিউব

সাবু! তুমি তরমুজ খাও, ততক্ষণে আমি নৌকা করে সমুদ্রে বেড়িয়ে আসি।
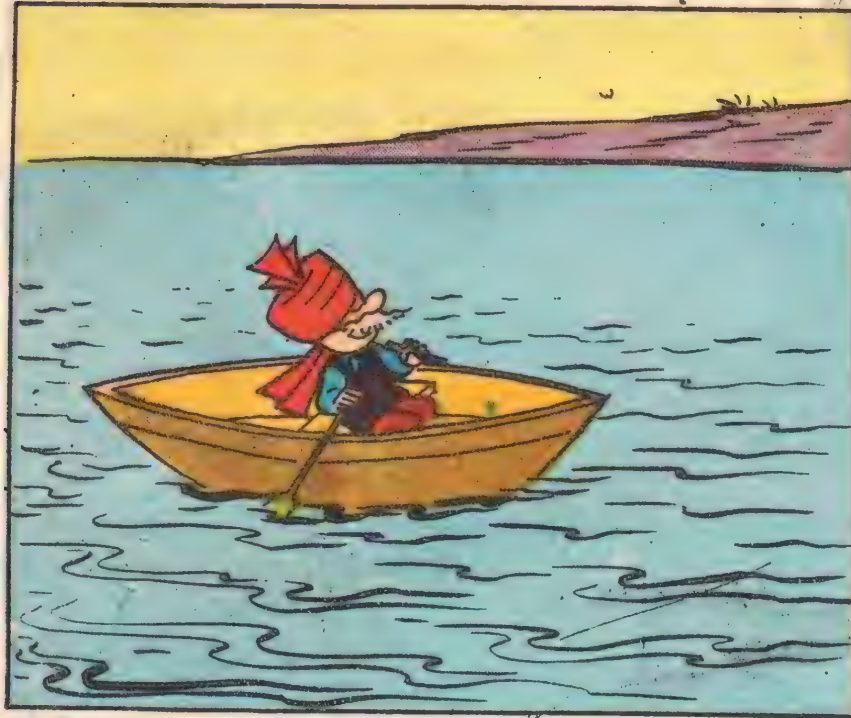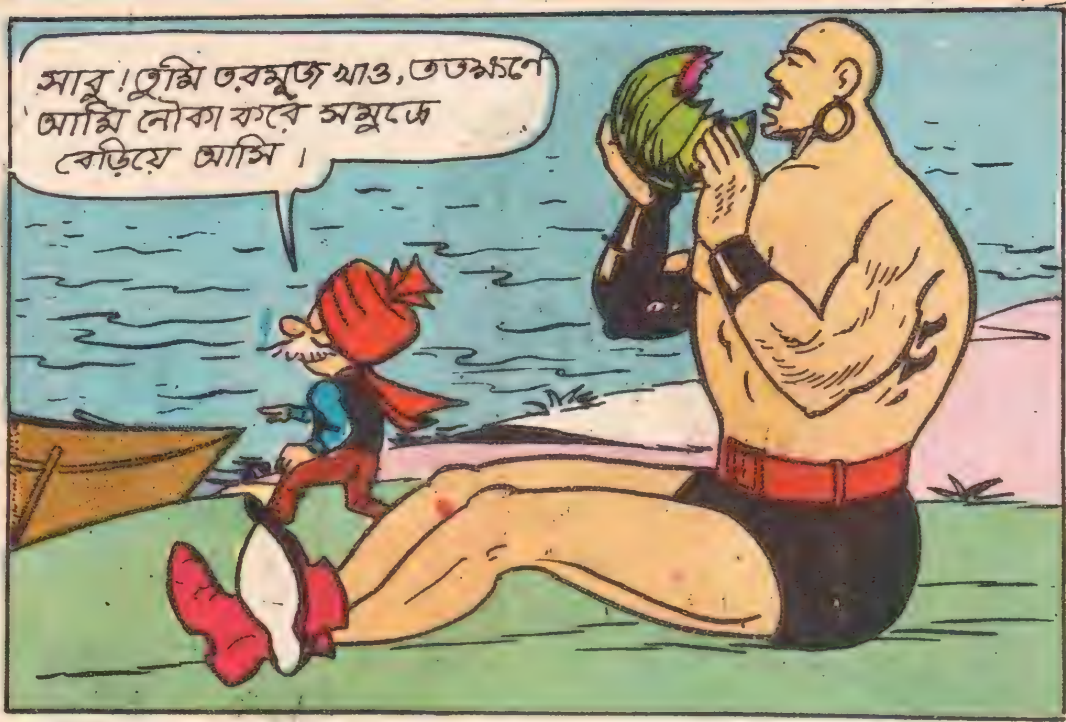
লোটন! এই টিউবটা ফোলাচ্ছিস কেন!

আসলে আমার একটা নৌকার দরকার, যাতে করে আমি মাছ ধরতে পারি। আমার কাছে এত পয়সা নেই যে একটা নৌকা কিনি।
562.
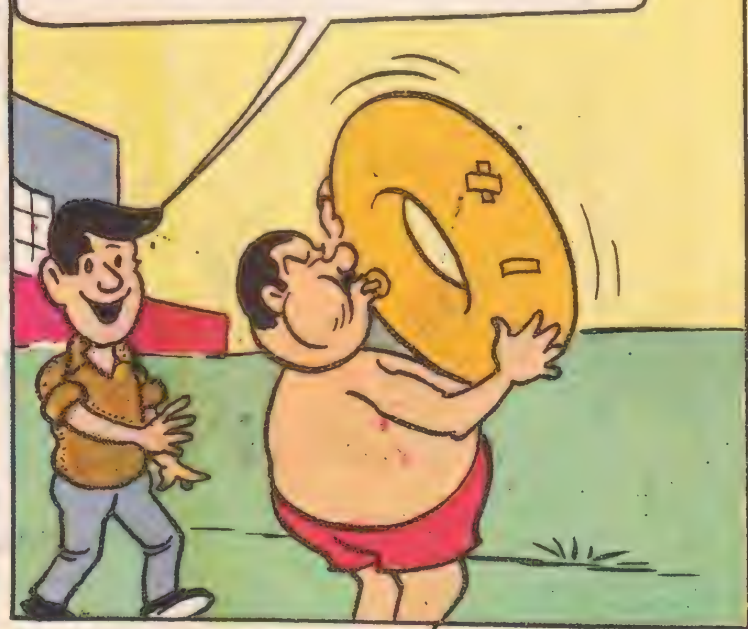
এই জন্যে আমি কাউকে বোকা বানিয়ে নৌকার সাথে এই টিউবটা বদলাতে পারি

বাঃ চাচা চৌধুরী নৌকায় ঘুরছে? যাই ওর সঙ্গে ব্যাবসা করা যাক।
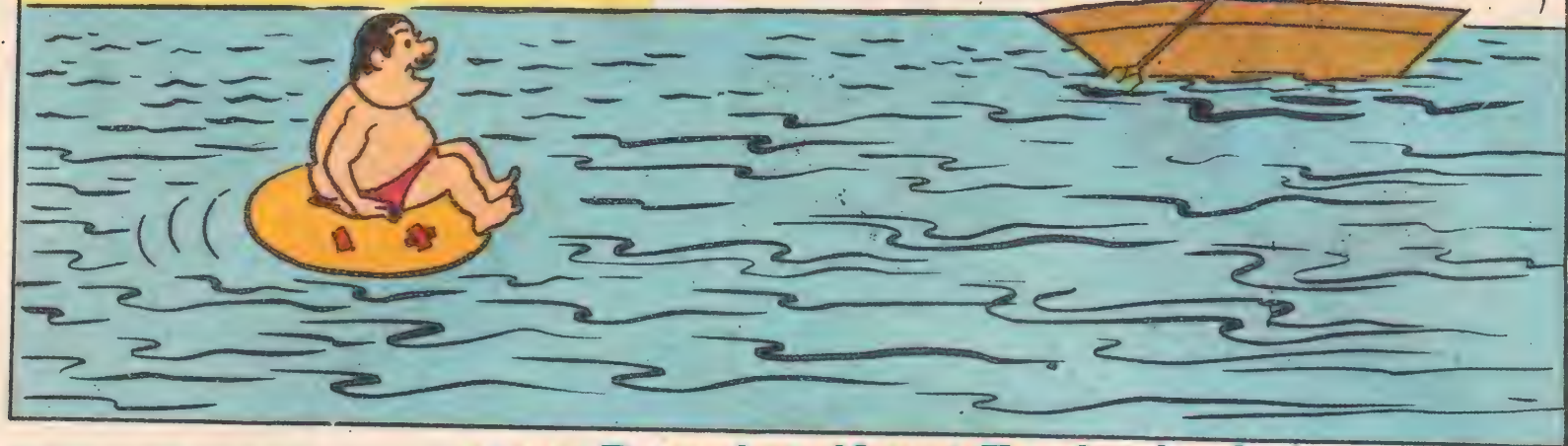
চাচা চৌধুরী! তোমার ভাগ্য খুলে গেছে। আমি এই ঐতিহাসিক রবারের টিউবের বদলি নৌকার সঙ্গে করতে যাচ্ছিলাম কি তোমার দেখা পেলাম, বলো নৌকার বদলে এই টিউবটা নেবে।
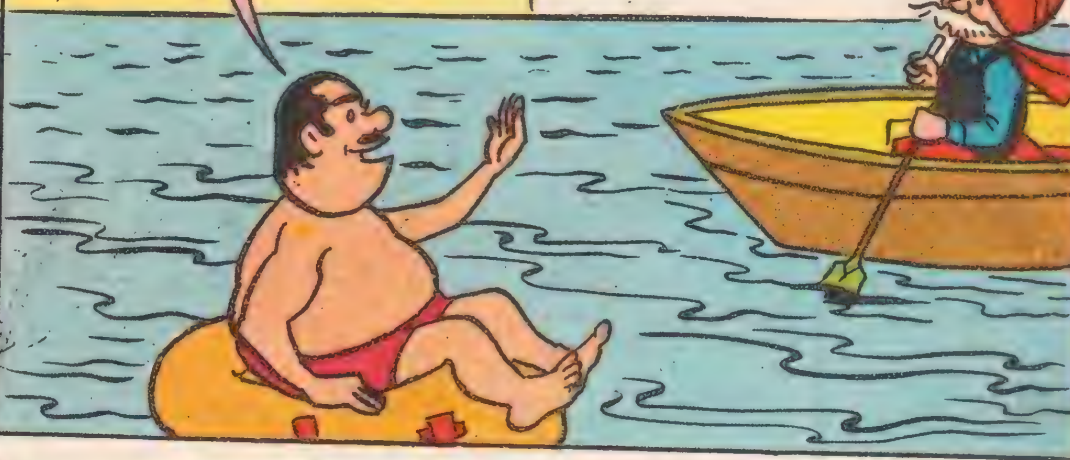
এই টিউবে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে আমি আমার দামী নৌকা দিয়ে তোমার এই ছেঁড়া পুরোনো টিউব নেব?

এটা কোনও সাধারণ টিউব নয়, এই টিউবে করে কলোম্বাস সমুদ্র পার করে আমেরীকা আবিষ্কার করেছিলেন।
সত্যি? তাহলে এই সওদায় আমি রাজি।

নাও, সামলাও এই টিউব। তুমি কত ভাগ্যবান।

চৌধুরী লোকে বলে তোমার বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুত চলে। কিন্তু আজ তুমি বোকা বনে গেলে
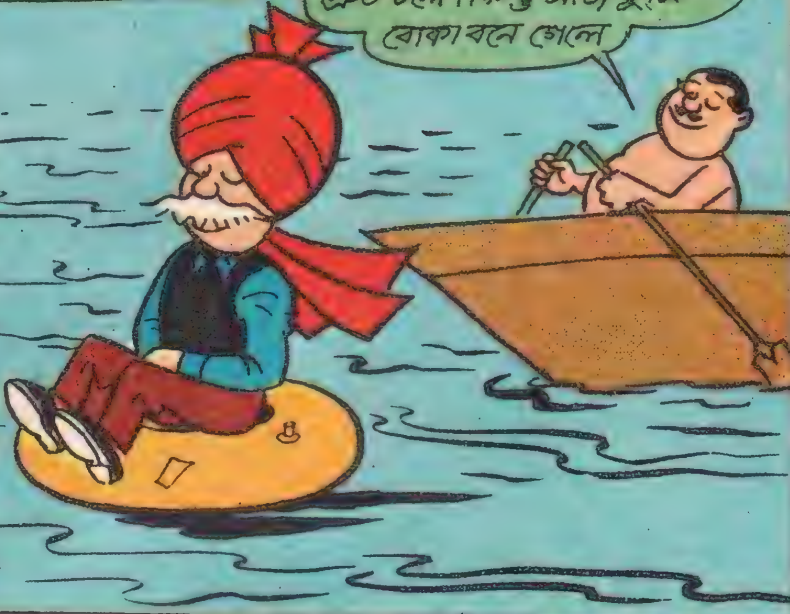
কলোম্বাসের সঙ্গে এই টিউবের কোনও সম্পর্ক নেই আমি এই টিউবটা আজই কাবাড়ীর কাছ থেকে দশ পয়সায় কিনেছি।

লোটন! আমি জানি যে কলোম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার এই ফর্দাফাই টিউবে বসে করেননি, জাহাজে গিয়ে করেছিলেন। বাকী প্রশ্ন রইল কে কাকে বেকব বানালো সেটা তুমি এক মিনিটের মধ্যেই টের পাবে। আমি না দেখে শুনে কিছুই করিনা।

এইরে! নৌকাটা ফুটো। জল ভরে যাচ্ছে।

বাঁচাও!
© PRAN'S FEATURES

হাঃ হাঃ ..

মুরগী চোর

মুরগীটা ডিম পেড়েছে বোধহয়
আমি এখনই বার করছি।
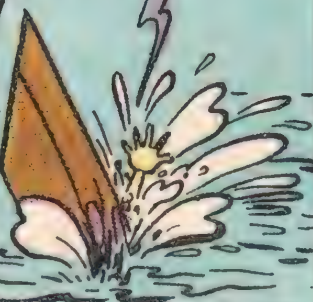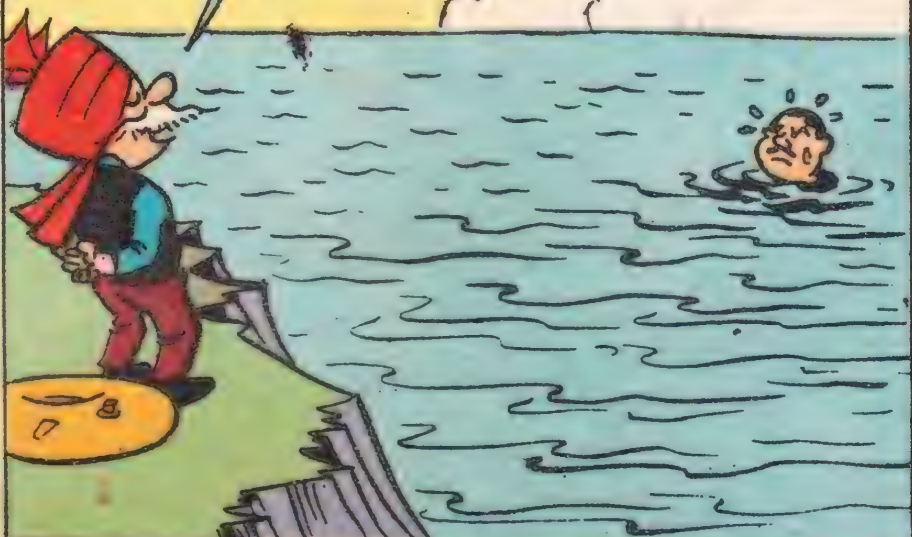
এ্যাঁ ?
কি হোলো? ডিম নেই নাকি?

তুমি ডিমের কথা বলছ? এখানে তো মুরগীটাই গায়েব হয়ে গেছে

যাকগে আমি আর একটা মুরগী এখানে রেখে দিচ্ছি।

পরের দিন...
নতুন মুরগীটা ডিম পেড়েছে বোধহয়।
565.

এ্যাঁ! এই মুরগীটাও গায়েব?

আমি খাঁচায় আর একটা মুরগী রাখছি। যাই হোক ডিমতো আমাদের চাইই।
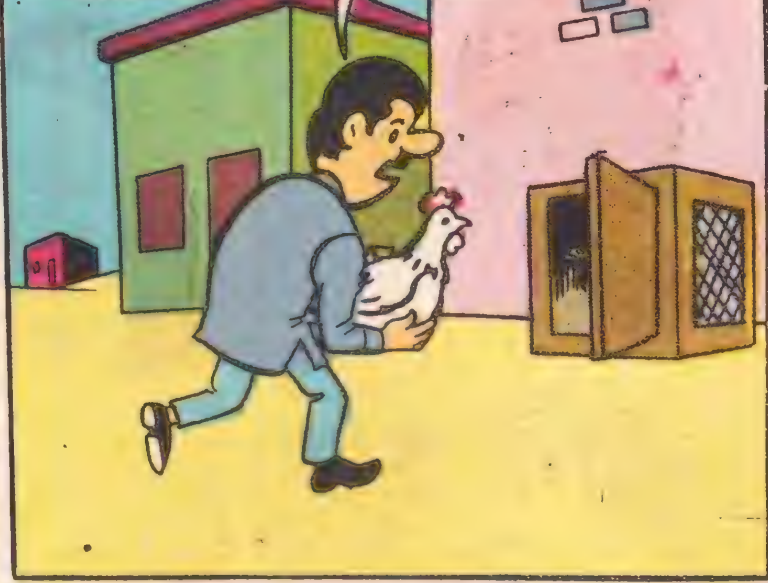
তৃতীয় দিন...
ইশ! এটাও উধাও!

এত হন্দ হয়ে গেল, এই মুরগী চোরটাতো আমাকে ভিখারী করে ছাড়বে দেখছি। আমি চাচা চৌধুরীর কাছে যাচ্ছি।

চাচাজী আমাকে সাহায্য করুন। প্রতিদিন একটা করে মুরগী খাঁচায় রাখি, আর সেটা রোজ চুরি হয়ে যায়। ওকে কে নিয়ে যায় সেটা আজ পর্যন্ত একটা রহস্য হয়ে আছে।

হুঁহু! মুরগী চোরকে ধরবার জন্য আমাকে তোমার বাড়ি যেতে হবে

আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে। আমি শুতে যাচ্ছি তোমরাও গিয়ে বিশ্রাম কর।
কিন্তু আজও যদি আমাদের চতুর্থ মুরগীটা চুরি হয়ে যায় ?
চিন্তা কোরোনা। ওটা চুরি হবে না।

রাত হয়ে গেছে, সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। মুরগী চুরি করার এটাই ভাল সুযোগ।

ভৌ! ভৌ!
বাপ্‌রে!
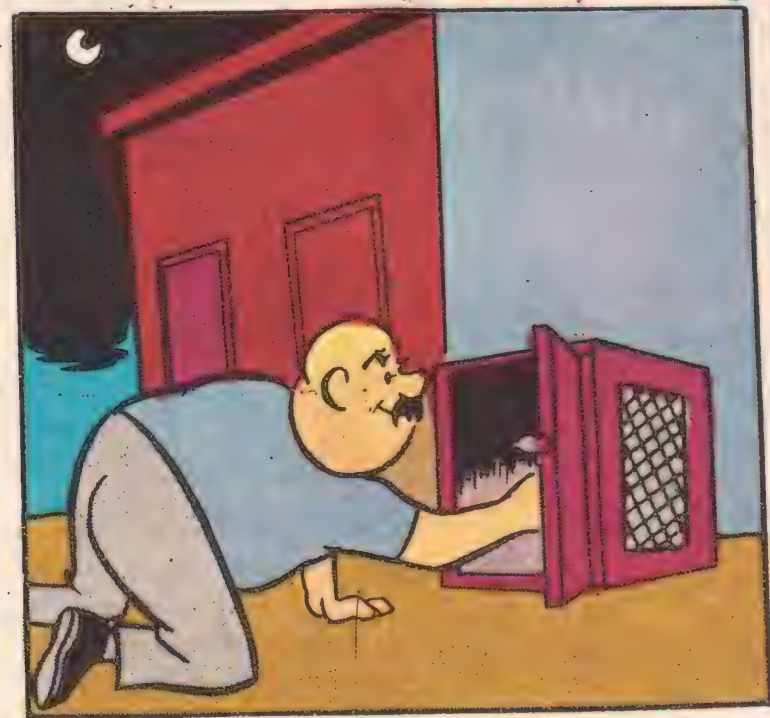
হাঃ হাঃ ওই
মুরগী চোর
কিন্তু চাচাজী আপনি চতুর্থ মুরগীটা কোথা রেখেছেন ?
বাঁচাও!

ওটা এই টুকরীর নীচে আছে।

সব চেয়ে বড় হীরা

বাঃ চাচাজী আজকের আবহাওয়া কি সুন্দর।
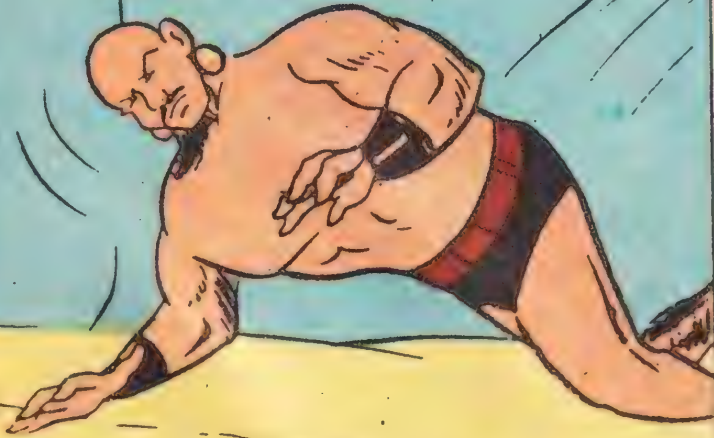
চাচাজী! এই সেই গোল পাথর?
সাবু এটা পাথর নয়, হীরা। এত বড় হীরা আমি আজ পর্য্যন্ত দেখিনি।
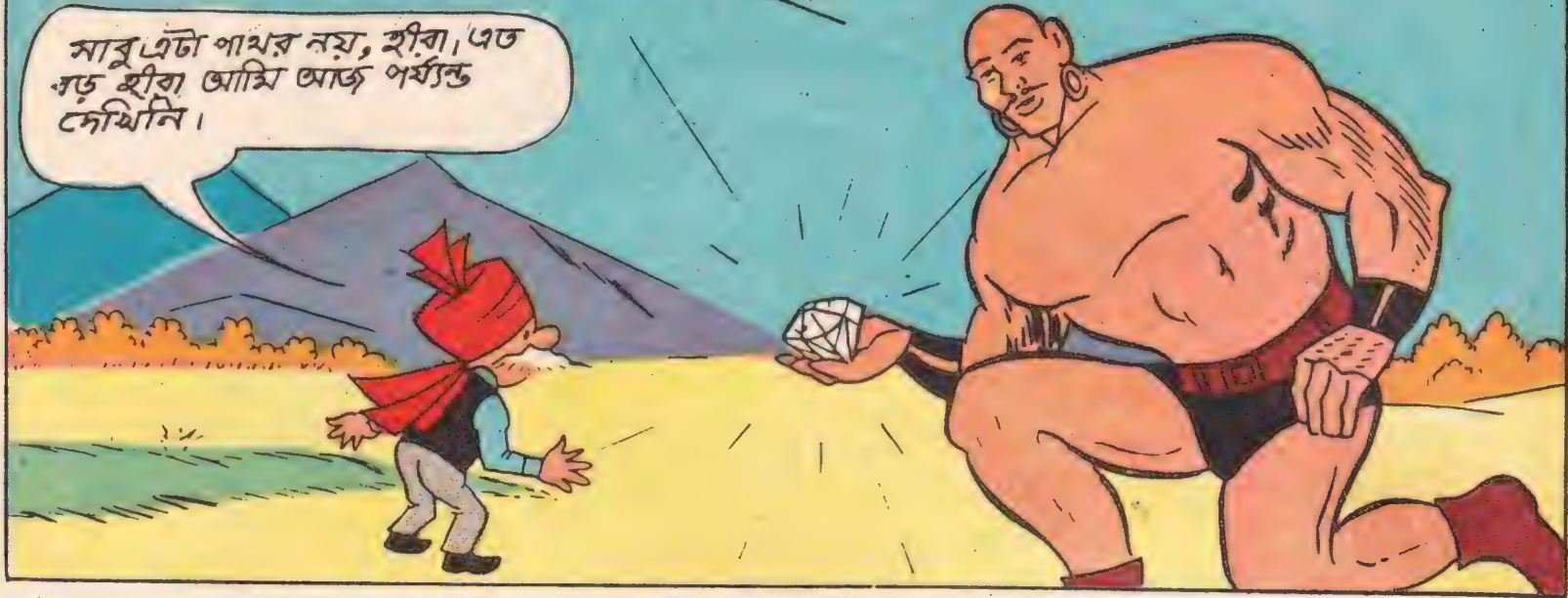
বোধহয় এটা দুনিয়ার সব চেয়ে বড় হীরা। কোহীনুর থেকেও বড়।

চাচাজী এর কত দাম হবে?
কোটি কোটি টাকা কিংবা আরও বেশী হতে পারে।

তাহলে এই হীরাটা আমার কাছে হওয়া উচিৎ। ওটাকে এদিকে দাও

কে? ও হীরে চোর খগটু?
এই হীরেটা আমার কাছেই আসবে। তোমরা এটা আমার জিম্মায় দিয়ে দাও আর নয়তো আমি তোমাদের মারার পর এটা হাতিয়ে নেব।

* চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

চম্পতের
বেড়াল
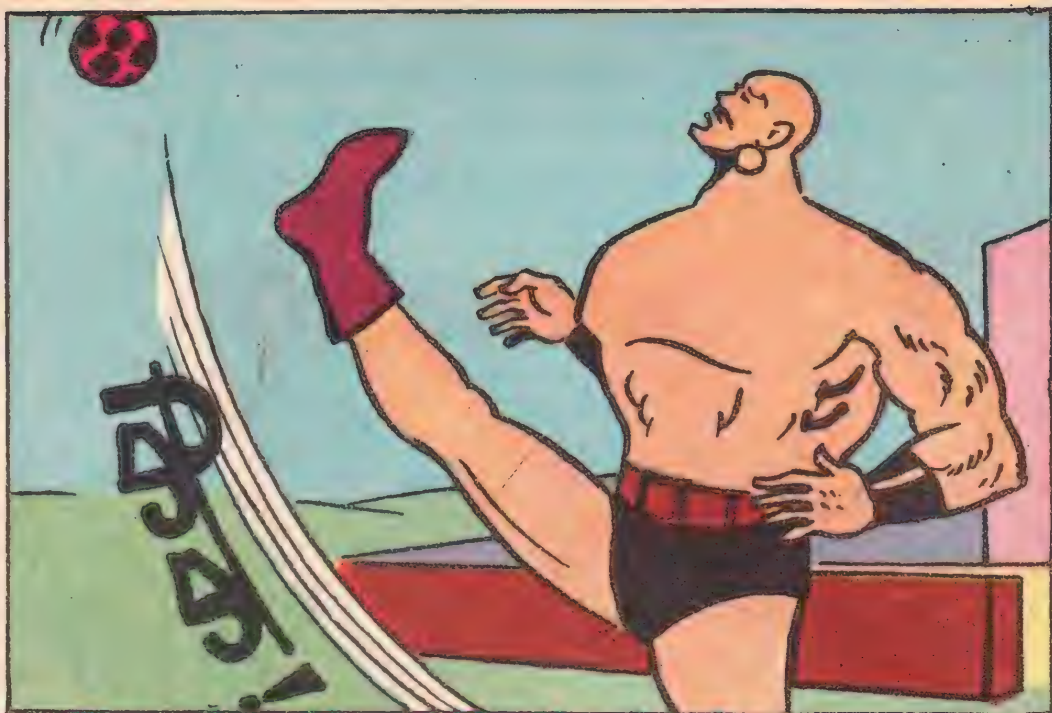
ওহো কিক্‌টা একটু জোরে লেগে গেছে। ফুটবলটা শহরের বাইরে চলে গেল, যাই গিয়ে নিয়ে আসি।
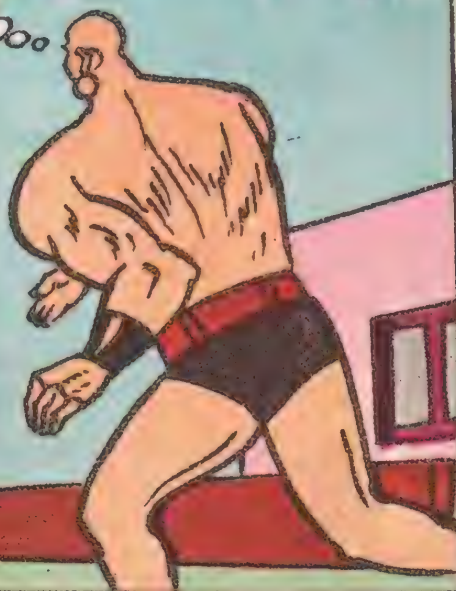
ট্রিন! ট্রিন!!

হ্যালো! ..... মহাশয় আমি আসছি।

আরে দুধটাতো খেয়ে যাও!
টেবিলে রেখে দাও। গিন্নী আমি ফিরে এসে খাব!

558.

চাচাজী! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?
চম্পত ! রাষ্ট্রপতি মহাশয় আমাকে শলাপরামর্শ করার জন্য ডেকেছেন ।

বীনপত ! রাষ্ট্রপতি চাচাচৌধরীকে শলাপরামর্শের জন্যে কেন ডাকেন ?
কেননা চাচাচৌধরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুত চলে। রাষ্ট্রপতি ওঁর সাহায্য নিয়ে দেশ বিদেশের অনেক সমস্যার সমাধান করেন

ওহ এগারোটা বেজে গেছে আমাকে তো পাড়ায় এক পার্টিতে যেতে হবে। দুধ টেবিলে রেখে দিয়েছি উনি এসে খেয়ে নেবেন ।

বীনপত ! চাচীও চলে যাচ্ছেন; কিন্তু উনি দরজা বন্ধ করেননি ।
চম্পত ! চাচাচৌধরীর বাড়িতে কখনও তালা লাগেনা, বুঝলে ?

এটা তো খুব ভাল কথা ।
পুসী ! চাচা চৌধরী তাঁর দুধের গ্লাস টেবিলের উপর রাখতে বলে ছিলেন ।
যাও, এখন ঘরে কেউ নেই ...

চুপচাপ সব দুধটা খেয়ে নে ।

আরে তুই ফেরৎ কেন চলে এলি ?

যাক্, পুসী না থাকা আমিই ভেতরে গিয়ে সব খাঁটি দুধটা খেয়ে নিই ।

বাঁচাও !

বাঁচাও !

রকেট ফিরে আয় .... আমি এসে গেছি ।

কয়েদি নং 320

স্বপ্নপুরের জেলে কয়েদি নং 320
আমি লোহার শিকগুলো কেটে ফেলেছি।

এখন জেলের জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি।

আর ও জেলের উঁচু পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে যখন পাহারাদার এলো তখন...
?

গার্ড ঘাবড়ে যেয়ে জেলারের কাছে গেল....
স্যার! কয়েদি নং 320 জেল থেকে পালিয়ে গেছে
ও একটা নামী ঠগ। ওকে ধরা খুবই আবশ্যক।
559.

শহরের চারদিক ঘেরাও করে ফেল। একজনও যাতে শহরের বাইরে না যেতে পারে ওই কয়েদির ধরা পড়া খুব দরকার।

আমরা শহরের সব আনাচ-কানাচে খুঁজে নিয়েছি কয়েদির কোনও হদিস পাইনি

চাচাজী! শহরের জেলার সাহেব উত্তেজিত ভাবে এদিকে আসছেন।
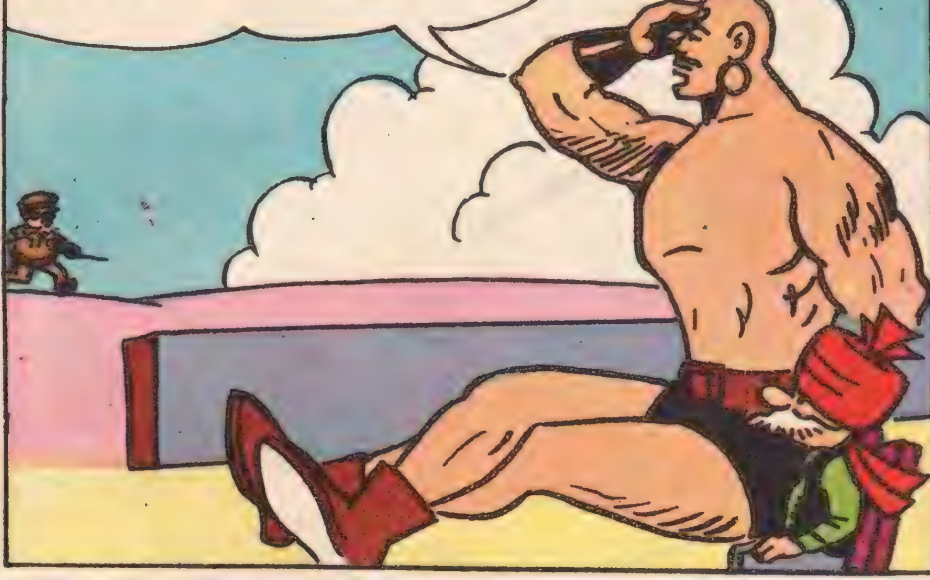
চাচাজী! আজ মিনিস্টার সাহেব জেল পরিদর্শনের জন্য আসছেন। ওদিকে জেলের সব চেয়ে নামকরা কয়েদি পালিয়ে গেছে। যদি ও ধরা না পড়ে তাহলে আমার চাকরী শেষ
শহরে তল্লাস করো।

শহরের সীমানা বন্ধ করে দিয়েছি যাতে করে কেউ বাইরে না যেতে পারে। শহরের এক একটা বাড়িতে তল্লাসী নিয়েছি। কিন্তু ওকে পাইনি।
তবে কি ও পাতালে চলে গেল?

সাবু! যাও আর শহরের পুকুর থেকে মাছ ধরে আনো।
কিন্তু চাচাজী ওই পুকুরে তো একটাও মাছ নেই।

সাবু তোমাকে যেমন বলেছি সেইরকম করো।
ঠিক আছে যাচ্ছি।

ওহো: মনে হচ্ছে কোনও মাছ ধরা পড়েছে।

তুমি?

হ্যাঁ কয়েদি নং ৩২০। পুলিসকে ধাপ্পা দেবার জন্য অক্সিজেন আর মাস্ক নিয়ে এই পুকুরে লুকিয়ে ছিলাম।
© PRAN'S FEATURES

চাচাজী! আপনি কি করে জানলেন যে কয়েদিটা পুকুরে লুকিয়ে আছে?
তুমি পুরো শহরের তল্লাশী নিয়েছিলে কিন্তু একটা জায়গা তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল আর সেটা হল শহরের পুকুরটা।
চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কমপিউটরের চেয়েও প্রখর।
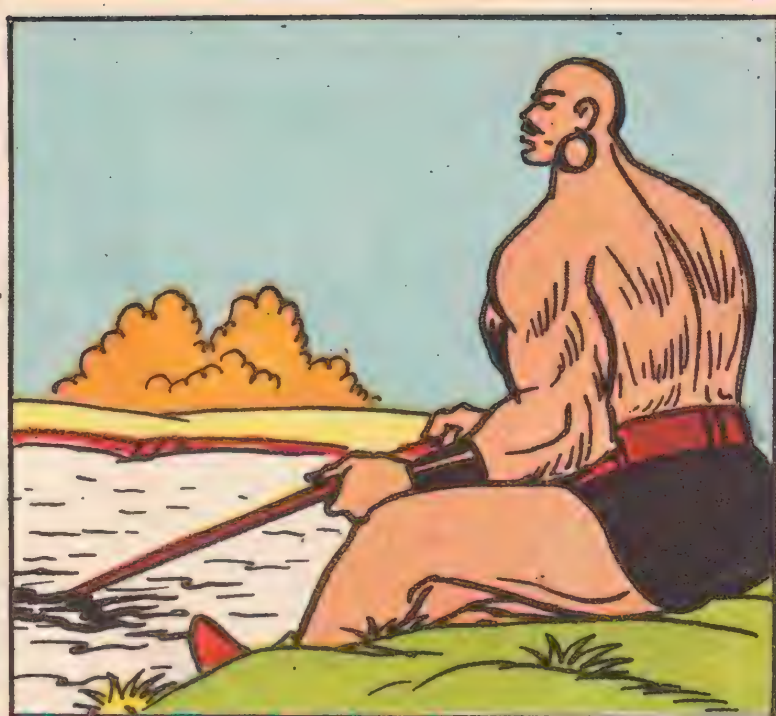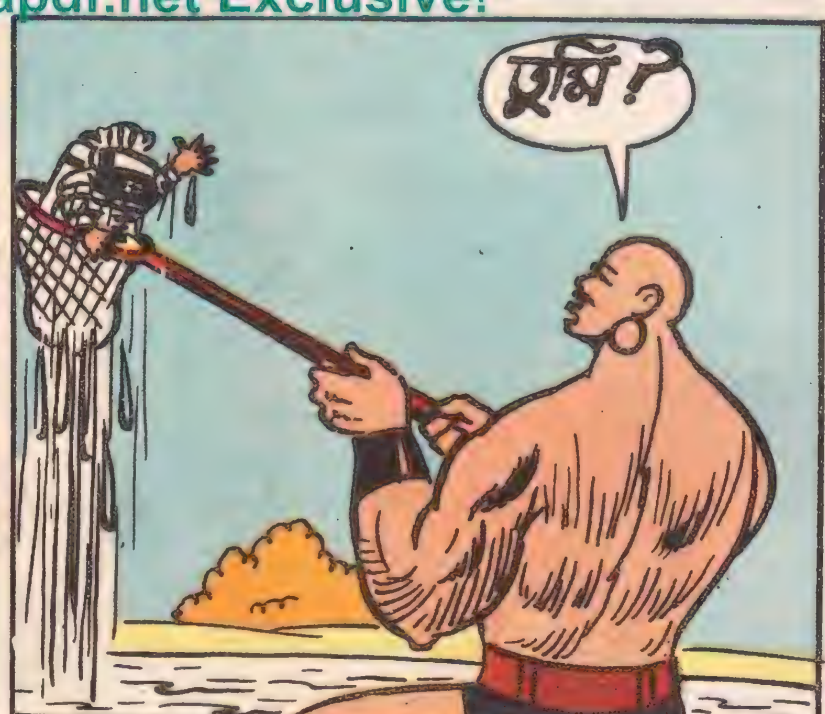
দেউলিয়া

খোপটে! তুমি শহরের সব দোকানের আতশবাজী দ্বিগুন দাম দিয়ে কিনে ট্রাক বোঝাই করলে কেন?
চটকু! এসব হচ্ছে বিজনেস ট্রিক।

দেওয়ালী বছরে একবার আসে আর এটাই হল টাকা কামাবার সুযোগ।

যখন লোকেরা শহরের কোনও দোকানে আতশবাজী পাবেনা তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আমার ইচ্ছামতো দামে সেগুলো বিক্রী করবো।

শুভ দীপাবলী!
তোমাকেও! তুমি সব কেনাকাটা করে ফেলেছ?
561.

মিষ্টি আর মোমবাতি কিনেছি কিন্তু বাজীপটকা কোথাও পেলাম না।
শুনলাম খোপটের কাছে পটকা পাওয়া যাচ্ছে।

ঝোপটে! একডজন ফুলঝুরি দে তো।
দেড় ডজন অ্যাটমবোম
ছুটা রকেট।
সব কিছু পাবে, কিন্তু দাম লাগবে, এক'শ টাকা ডজন ফুলঝুরি। দশটাকায় একটা অ্যাটম বোম আর কুড়ি টাকায় একটা রকেট।

তোমার দাম যে দেখছি সব আকাশছোঁয়া।
তাহলে আমার দাম গুলো দেখেই আতশবাজীর আনন্দ লাভ করো।

সাবু! কি হল বলোতো? আজ কোথাও পটকা ফাটছে না।

শহরের সব পটকা ঝোপটে নিজের কব্জায় নিয়ে রেখেছে।
এই ব্যাপার? চলো গিয়ে দেখি।

ঝোপটে, আমার একটা রকেট চাই।
বের করো কুড়ি টাকা, চাচাচৌধুরী।

এইনাও!
চটকু একটা রকেট ছুঁড়ে দে তো

নাও চৌধুরী! এটা আমেরীকান রকেটের চেয়েও উঁচু যাবে

হুউঁশ!

ধুড়ুম!
ধড়াম!
ফটাশ
বাঃ!

দেউলিয়া হোয়ে গেলাম!

অন্তরীক্ষ
প্রতিযোগিতা

চাচা চৌধুরী! তুমি এই খবরটা পড়েছ কি? আমেরীকায় এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা হচ্ছে অন্তরীক্ষ প্রতিযোগিতা।

যে লোক অন্তরীক্ষে গিয়ে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিয়ে সবার আগে পৃথিবীতে ফেরৎ আসবে তাকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে।
এই মজাদার প্রতিযোগিতায় আমাদেরও যোগ দেওয়া উচিৎ।

অন্তরীক্ষে যাওয়ার জন্যে তোমার কাছে কি রকেট আছে?
হ্যাঁ!
সাবু! দেওয়ালীর সময়ের যে একটা রকেট তোমার কাছে বেঁচে ছিল সেটা নিয়ে এস।

সাবু তাড়াতাড়ি আয় তানাহলে আমেরীকার যাবার ফ্লাইট মিস হোয়ে যাবে।
563.

ভগবান এয়ার ইণ্ডিয়ার ম্যানেজারের মঙ্গল করুন প্লেনে সীট না থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঐ হিন্দুস্থানী নিজের রকেট নিয়ে আসছে।
পটকা!
হোঃ হোঃ
হাঃ হাঃ!
USSR
অন্তরীক্ষ প্রতিযোগিতা
আরে ভাই দাঁড়াও; আমরাও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছি।

ওহঃ বিশ্বাস হয় না।
টা-টা!
U.S.A

বিনা অক্সিজেনে অন্তরীক্ষে এসেছে।
আমি যোগাভ্যাস করি, পৃথিবী থেকে লম্বা শ্বাস বন্ধ করে এসেছি।
USSR

প্রতিযোগিতার অনুসারে পৃথিবীর এক চক্কর দেবার কথা, কিন্তু আমার কয়েকবার চক্কর দেওয়া হয়ে গেছে। এখন ফেরৎ যাওয়া উচিৎ।

ঝপাশ!

1
2
3